খবরের ঘন্টা
শুধুই ইতিবাচক ভাবনা
দীপাবলী
মনে ভক্তি ও শ্রদ্ধার ভাব থাকলে মনের প্রদীপ জ্বলে
আমার একটু জায়গা দাও মায়ের মন্দিরে বসি
শ্যামা সঙ্গীতের মাধ্যমে মাতৃ বন্দনা
ইলেকট্রন নিয়ে গবেষনা করে

বিশ্বে প্রথম ঐশ্বর্যশালী পরিবেশ রচনার জন্য সংগ্রহ করুন গ্রন্থ "মহাসাহিত্য"

অন্তহীন বেদনা-১ম খন্ড ● অন্তহীন বেদনা-২য় খন্ড

Endless Pain - 1st Part.

বিশ্বে প্রথম গ্রন্থ " আত্মা ও মন (গাণিতিক বিশ্লেষণ)" সংগ্রহ করুন।

অঙ্কের সাহায্যে আত্মা ও মনের চরিত্র বিশ্লেষণ।

দেশ ও বিদেশের আন্তর্জাতিক জার্নালে

প্রকাশিত রচনার পূর্ণ রুপ এই গ্রন্থ।

প্রকাশক ঃ কর্পোরেট পাবলিসিটি

লেখক ঃ নির্মলেন্দু দাস

(শরৎ পল্লী, শিলিগুড়ি)

SILIGURI TARAI EDUCATIONAL WELFARE SOCIETY

(Govt. Regn. No. SO185236 of 2011-2012)

Projects

SILIGURI TERAI B.ED. COLLEGE
&
SILIGURI PRIMARY TEACHERS TRAINING INSTITUTE

ESTD 2017
AFFILIATED TO BSAEU & WBBPE
RECOGNISED BY NCTE
Website- www.slgttc.com

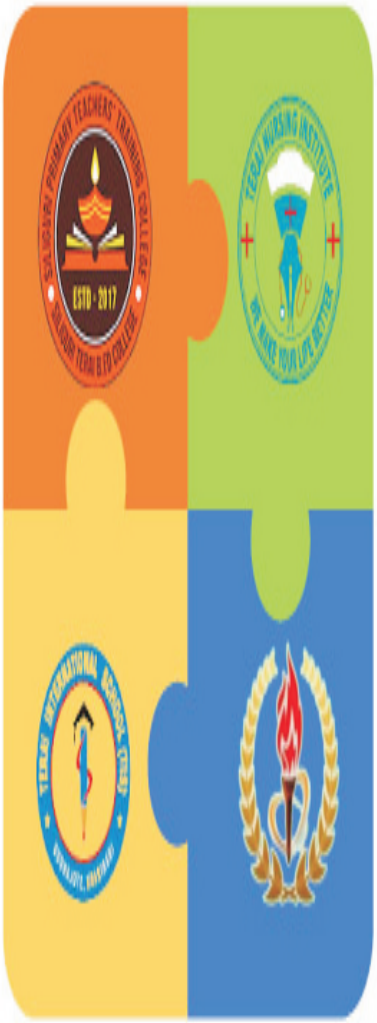

TERAI NURSING INSTITUTE

ESTD 2022
APPROVED BY WBNC & INC
Website- www.terainursing.com

TERAI INTERNATIONAL SCHOOL

ESTD 2020
AFFILIATED WBBPE
Website- www.tischool.in

TERAI SPORTS ACADEMY

ESTD 2020

RAJFIREWORKS

Hatiramjote,Po.Leusipakuri,Dist.
DarJeeling,West Bengal
Phone no. 99330 03560

MANUFACTURER OF GREEN FIRE WORKS

GREEN FIRECRACKERS
CSIR-NEERI-INDIA
DIST. AUTHORITY LICENSE
NE/WB/790-01/2022

FIRE LICENCE no.IND/WB/FSL/20192020/192640
EXPLOSIVE LICENCE no.GFC/LE - 1/1/2023/000145
CSIR NEERI REGISTRATION no.NE/WB/790 - 01/2022
MSME REGISTRATION no.UDYAM - WB - 06 - 0006505
W.B.POLLUTION CONCENT TO OPERATE no.C21/WPB/SRO/DAR/R - 80 - 2005

With best compliments from :

SACHITRA GROUP OF COMPANIES

MANUFACTURING :

★ TARAI FOUNDRY WORKS PVT.LTD
M.S. STRUCTURALS & WIRE NAILS

★ SACHITRA ROLLING MILLS PVT.LTD.
M.S. ROD M.S. FLATS &
TORKARY BAR

MANUFACTURING :

★ SACHITRA STEEL INDUSTRIES (P) LTD
GREEN TEA FACTORY

★ CHOUDHURY TRADE & INDUSTRIES
HB WIRE, BLACK WIRE, WIRE NAILS

★ SACHITRA FOUNDRY & WIRE INDUSTRIES
C.I. CASTING

AGRICULTURE :

★ BASANTA AGRICO-
PLANTATION PVT.LTD.

RETAIL :

★ PAUL AUTOMOBILES
★ M&C IRON STORES
★ VIBGYOR ENTERPRISE

SILIGURI INDUSTRIAL ESTATE

SEVOKE ROAD,SILIGURI - 734001

74777 17100,01,02,03, 04,05,06,09, E-mail : mcislg2009@gmail.com

NEW RAMKRISHNA SEVA SADAN

A MULTI SPECIALITY NURSING HOME

DR. G. B. DAS, MD
SENIOR CONSULTANT
GYNAECOLOGIST

DR. VINAYAK DAS, MS
LAPAROSCOPIC SURGEON &
FETAL MEDICINE SPECIALIST

Prof. BENU GOPAL DAS
MS (ORTHO)
ORTHOPAEDIC SURGEON & TRAUMATOLOGIST
PROFESSOR, Dept. of Orthopaedics, MGM Medical College, Kishanganj
SILIGURI SCAN CENTRE 3, Rash Behari Sarani, Tel : 0353-2430689

SENIOR CONSULTANT

Dr. H. N. AGARWALA, MD, SENIOR CONSULTANT GYNAECOLOGIST
Dr. P. B. ROY, MBBS, TRAINED IN LAPAROSCOPIC SURGERY
PROF. DR. HAFIZUR RAHMAN, DNB, DGO, FICOG

CONSULTANT GYNAECOLOGIST ATTENDING THIS NURSING HOME

Dr. SAILESH ROY, MS
Senior Gynaecologist
Laparoscopic & Onco Surgeon
Dr. Suparna Roy, MD
Dr. Vineeta Gupta, MD
Dr. Mallika Mukherjee, DGO
Dr. J. K. Jha, DGO, Senior Gynaecologist

NEONATOLOGISTS & PAEDIATRICIANS

Dr. SANJAY CHOWDHURY, MD
Dr. GOPAL KHEMKA, MD
Dr. NABIN BISWAS, DNB
Dr. ARKYA SAHA, MD

LAPAROSCOPIC SURGEONS

Dr. SAILAJA GUPTA, MS
Dr. RAJARSHI GUHA, MS

EMERGENCY & BOOKING

RECEPTION NO.
+91 97332-77777
+91 80160-84200
TOLL-FREE NO.
1800-1200-00-123

AMMONIOCENTESIS - FOR DETECTION OF ABNORMALITY OF FOETUS BY
Dr. VINAYAK DAS

OUR SERVICES :

- Gynaecology
- Delivery
- General Surgery
- Laparoscopy Surgery
- Orthopaedic
- Advance Neonatal Care
- Level III NICU
- Pediatric
- High-tech USG
- Fetal Medicine
- Genetic Testing
- Pathological Laboratory
- Pharmacy
- Newborn & Child Vaccination

OPD WILL BE CLOSED ON THURSDAY & SUNDAY
FOR AMBULANCE CONTACT-Mr. ASIT, M : 9832035221

RAMKRISHNA IVF CENTRE

(A Unit of True Value Fertility Care Pvt. Ltd.)
Nazrul Sarani, Pakurtala More, Ashrampara, Siliguri | Contact No. 74073 24618

DR. RITUPARNA DAS M.D.

INFERTILITY SPECIALIST

Facilities Available :

IVF | IUI | OVUM DONATION | EGG SHARING | EMBRYO DONATION
ICSI | TESA | PESA | SURROGACY | SEMEN BANK | EMBRYO FREEZING
SEMEN ANALYSIS | ULTRASONOGRAPHY FOR IVF, IUI

PLEASE FEEL FREE TO CONTACT FOR ANY QUERY
RECEPTION : 80160 84200, 97332 77777, TOLL FREE NO. 1800120000123
NAZRUL SARANI, PAKURTALA MORE, ASHRAM PARA, SILIGURI
email : ramkrishnanurshinghome@yahoo.in/ drgbdas_rknh@yahoo.co.in | website : www.nrkss.com

খবরের ঘন্টা
শুধুই ইতিবাচক ভাবনা

খবরের ঘন্টা

RNI NO WBBEN/2015/69355
Monthly Magazine
Vol. VII Issue-4
1st November-30st November 2023 KALI PUJA
সপ্তম বর্ষ-সংখ্যা-৪ দীপাবলী ২৬ শে কার্ত্তিক, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
আগষ্ট ২০২৩ দীপাবলী

দাম ঃ ২০ টাকা

উপদেষ্টামণ্ডলী ঃ জ্যোৎস্না আগরওয়ালা (পরিবেশবিদ ও সমাজসেবী), ডাঃ শীর্ষেন্দু পাল গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য (লেখক), গৌতমবুদ্ধ রায়, মনা পাল (শিল্পোদ্যোগী.), তরুন মাইতি (সমাজকর্মী), রাজ বসু (ভ্রমণ গবেষক), দীপজ্যোতি চক্রবর্তী (পরিবেশবিদ), সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় (সমাজকর্মী), ডাঃ জি বি দাস (স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ), নির্মল কুমার পাল (সাধারণ সম্পাদক, হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব), ভারতি ঘোষ (প্রখ্যাত টেবিল টেনিস প্রশিক্ষক), সনৎ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী), সামসুল আলম (শিক্ষক), বিপ্লব সেনগুপ্ত (অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং আইনজীবী), সাজু তালুকদার (সমাজসেবী, বীরপাড়া), নির্মলেন্দু দাস (কবি ও বিজ্ঞানী), ভাস্কর বিশ্বাস(সিভিল ইঞ্জিনীয়ার), অশোক রায় (পন্ডিচেরী), শিবেশ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী, বিধাননগর, শিলিগুড়ি), পুস্পজিৎ সরকার(শিক্ষক), ডঃ রঘুনাথ ঘোষ (অধ্যাপক, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়), অনিন্দিতা চ্যাটার্জী (আনন্দধারা সঙ্গীত একাডেমি, সঙ্গীত শিল্পী), বাবলু তালুকদার (ডুয়ার্স হিউম্যান কেয়ারসোসাইটি), সোনালি সামন্ত (রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত নার্স, বানারহাট) , ডঃ রতন বিশ্বাস (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), ডঃ গৌরমোহন রায় (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), পদ্মশ্রী ধনীরাম টোটো, বীরেন চন্দ (সম্পাদক, উত্তরধ্বনি পত্রিকা), সজল কুমার গুহ (সম্পাদক, আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি সমিতি, শিলিগুড়ি শাখা), কমলেশ গুহ (সমাজসেবী, দ্য হিমালয়ান আই ইন্সটিটিউট), নন্দিতা ভৌমিক (বাচিক শিল্পী), সোমা দাস (শিক্ষিকা), পাঞ্চালি চক্রবর্তী (সঙ্গীত শিল্পী)

Editor : Bapi Ghosh
Sub Editor : Arpita Dey Sarkar
Cover : Sanjoy Kumar Shah
Laser Typing : Bapi Ghosh

Owner Bapi Ghosh, Printer Bapi Ghosh, Publisher Bapi Ghosh, Published from Matrivilla, Arabindapally Siliguri & Printed from Media Zone, Hakimpara (Ashrampara), Siliguri, Editor Bapi Ghosh

সম্পাদক ঃ বাপি ঘোষ। স্বত্তাধিকারী ঃ বাপি ঘোষ কর্তৃক মাতৃ ভিলা, অরবিন্দ পল্লী, শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত এবং মিডিয়া জোন, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি থেকে মুদ্রিত।

KHABARER GHANTA
Aurobinda Pally, Siliguri
e-mail : bapighosh300@gmail.com
Mobile : 98320-64424, 96418-59567 (Whatsapp)

এই পত্রিকায় প্রকাশিত যাবতীয় বিজ্ঞাপনের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপনদাতার, দায়িত্ব পত্রিকার নয়। পত্রিকার লেখকদের মতামত নিজস্ব
সম্পাদক ঃ খবরের ঘন্টা।

সূচীপত্র

আলোর উৎসব.....................কবিতা বনিক.............................০৭
বৈচিত্রে ভরা কালী কথা.....................অনিল সাহা...................১২
অন্ধকার কাটাতে মোমবাতি বিতরন.......নবকুমার বসাক............১৪
মায়ের আগমন.....................অর্পিতা দে সরকার......................১৮
মনে ভক্তি ও শ্রদ্ধার ভাব থাকলে মনের প্রদীপ জ্বলে.......রাঘবানন্দ মহারাজ..২৭
পরিবেশের কথা ভাবুন.....................মৃনাল পাল......................২৮
ছট পুজোতে মহানন্দার প্রতি নজর................রমেশ শা.............২৯
শ্যামা সঙ্গীতের মাধ্যমে মাতৃ বন্দনা......পাঞ্চালি চক্রবর্তী............৩০
বাজির দূষন থেকে সাবধান.....................ডাঃ জি বি দাস............৩১
দীপাবলীর মাঝেও ভুলো না পরিবেশের কথা..শুভদীপ দত্ত.........৩১
কাঁচা হাতের লেখায় জীবনের পাকা কথা...........মুসাফির.............৩৪
সারা জীবন থেকে মুছে যাক অন্ধকার......শিবেশ ভৌমিক............৩৫
ঃঃ রম্য রচনা ঃঃ
আসছে শীত, গাইছি গীত......স্বপন কুমার দত্ত..........................০৩
ঃঃ অণু গল্প ঃঃ
দীপার দীপাবলী................গৌতম তরফদার.............................০৪
ঃঃ কবিতা ঃঃ
আবারও শীত আসছে................শিপ্রা পাল.............................০৫
কিং ভূত................................রিয়া মুখোপাধ্যায়......................০৫
মা শ্যামা................................ধনঞ্জয় পাল.............................০৮
গ্রাম বাংলার দীপাবলী উৎসব.................তন্ময় ঘোষ................০৮
দূষন................................ডাঃ শীর্ষেন্দু পাল...........................১৩
এত প্রেম আসে কোথা থেকে........অশোক পাল........................১৪
জগৎ জননী কালী.......মুকুল দাস...১৫
কালী পূজা................................পূজা রায়................................৩১
তোমার পূজার ফুল তুমি, তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ......গোপা দাস..............১৩
ঃঃ সঙ্গীত ঃঃ
শ্যামা সঙ্গীত...............অদিতি পি চক্রবর্তী..............................০৯
শ্যামা সঙ্গীত...............বিপ্লব সরকার..০৯
শ্যামা সঙ্গীত...............বিপ্লব সরকার..১০
ঃঃ প্রবন্ধ ঃঃ
ইলেকট্রন নিয়ে গবেষনা করে ....নির্মলেন্দু দাস...১৭
ঃঃ প্রতিবেদন ঃঃ
আমায় একটু জায়গা দাও মায়ের মন্দিরে বসি..........................১৯
এই ছেলেমেয়েদের কারও বাবা মা বাড়িঘর নেই......................২২
ছেলেমেয়েদের মনে শিক্ষার আলো জ্বালিয়ে............................২৩
শিলিগুড়িতে মহানন্দা দূষন ঠেকাতে এবার মহানন্দা.................২৫
পুজোর সময় হায়দর পাড়ায় বুঁদিয়া বিলি.................................২৬
দীপাবলীর জন্য তৈরী স্বর্ণালী বুটিক..৩২
মেয়েদের স্বনির্ভরতায় স্বর্ণালী বুটিক শারদ সম্মানের................৩৬

খবরের ঘন্টা এখন শুধু প্রিন্ট মিডিয়াতেই নেই, খবরের ঘন্টা রয়েছে বিভিন্ন সোস্যাল মিডিয়াতেও।

You Tube Link :
https://youtube.com/@KHABARERGHANTA
Facebook Page Link :
https://www.facebook.com/slgkg/
Google Web Portal :
www.khabarerghanta.in

অমৃত—কথা

“সংসার মদে মত্ত জীবের নেশা কাটাবার একমাত্র উপায় সাধুসঙ্গ”।

--ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

সম্পাদকীয়

আলোর উৎসব

প্রতি বছর আসে এই দীপান্বিতা উৎসব। বা আলোর উৎসব। এই সময় ঘোর অমাবস্যাতে আমরা মাতৃ আরাধনায় মেতে উঠি। পুজো করি মা কালীর। মা হলেন জগৎ জননী। এই সৃষ্টি এই বিশ্ব সব মায়ের কাছ থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। মা হলেন মহাশক্তি। মা হলেন পরমা প্রকৃতি। মা হলেন আগুন, মা হলেন জল, মা হলেন অক্সিজেন বা বাতাস, মা হলেন মাটি , মা হলেন আকাশ, মহাকাশ। মা হলেন আলো। মা হলেন সূর্য। মা সব অন্ধকার দূর করে আমাদের আলোর দিকে নিয়ে যান। অমবস্যার নিকশ কালো অন্ধকার থেকে ভোরের আলো ফুটিয়ে তুলতে পারেন মা কালীই। মা সব অসুর শক্তি বা অশুভ শক্তি বা নেতিবাচক ভাবনাকে বধ করে শুভ শক্তি বা আলোর জন্ম দেন। মায়ের সন্তান জগতের সব প্রাণীকূল। গাছপালা, পশুপাখি, মানুষ সব মায়ের সৃষ্টি। কিন্তু সন্তানরা দুষ্টুমি করলে মা শাসন করেন। যেমন আমরা আজ গাছপালা কেটে, প্রকৃতির ওপর নানা অত্যাচার করছি ভোগের লালসায়। ফলে মা-ও অন্যভাবে শাসন করছেন। মেঘ বিস্ফোরন, অতি বৃষ্টি, খরা, ভূমিকম্প, ঝড় এভাবে বিভিন্ন বিধ্বংসী চেহারা নিয়ে আমাদের অন্যভাবে শিক্ষা দেন। মা চান আমরা শৃঙ্খলা পরায়ন হয়ে চলি। অতীতে যারা মা এর প্রেমে পাগল হয়ে সব ভুলে সাধনা করেছেন তারা অনেক দর্শন দিয়ে গিয়েছেন। সেসব দর্শনও আমরা ভুলতে বসেছি। মা অতীতের সব মহাপুরুষদের মাধ্যমে আমাদের অনেক আলোর রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু আমরা তা মেনে চলছি কজন? চারদিকে প্রদীপ জ্বালিয়ে, মোমবাতি জ্বালিয়ে , বাজিপুড়িয়ে, বিরাট মন্ডপ, আলোকসজ্জা, বিরাট মা এর প্রতিমা এনে পুজোর নামে মোচ্ছব হলে মা সেখানে পুজো গ্রহন করেন কি? বরঞ্চ এসব আসুরিক পুজোর জেরে মা আমাদের অন্যভাবে শাস্তি দেন যা আমরা ধরতে বা বুঝতে পারি না। মা অনুপরমানুর থেকেও ছোট, তাঁকে দেখা যায় না আবার সাকার রুপে মা এর সাধনা করলে অর্থাৎ কাম ক্রোধ লোভ মোহ সব সব অশুভ রিপু নিয়ন্ত্রন করে স্রেফ ভক্তি দিয়ে মা এর সাধনা করলে মা সাকার রুপেও দেখা দেন। তাই দীপাবলির এই সময় চাই আমাদের ভিতরের আলো। তবেই মা আমাদের তাঁর কাছে টেনে নেবেন। নয়তো মা-র শাসন আর বকুনিতে আমাদের কষ্ট, দুর্ভোগ বাড়বে বই কমবে না।

সকলকে দীপাবলি ও শ্যামাপুজোর শুভেচ্ছা রইলো।

TATA TISCON
JOY OF BUILDING
Platinum Dealer

Berger
Paint your imagination

Sika
BUILDING TRUST

Auth. Dealer Auth. Distributor

deeessrana2013@rediffmail.com

DEE ESS ENTERPRISE

Retail outlet
46, Satyen Bose Road
Deshbandhupara
Siliguri-734004
Ph. : 0353-3591128

C & F Office :
2nd Floor Manoshi Appartment
Babupara, Satyen Bose Road
Siliguri-734004
West Bengal

আসছে শীত, গাইছি গীত

স্বপন কুমার দত্ত

(সভাপতি, কাব্য সৃজন পরিষদ, শিলিগুড়ি --শিবাঞ্জলি এপার্টমেন্ট, মিলন পল্লী এক নম্বর রোড, সুকান্ত শিশু উদ্যান সংলগ্ন, শিলিগুড়ি বাজার)

দুগ্গা মা ঠাকরুন ছেলেমেয়ে মহিষাসুর মায় সব বাহনসহ কৈলাশে রিটার্ন জার্নি করার সাথে সাথেই একটা হিমেল বাতাসের ফরমান জারি করে দিয়েছেন। দিনের বেলায় গরম লাগলেও রাতে নৈব নৈব চ। ফ্যান চালালে উহু উহু। কারো কারো শুরু হয়ে গ্যাছে ফ্যাচ ফ্যাচ। মানে তরল সেরা পতন।

বোঝা যাচ্ছে, শীত আগতপ্রায়। বারমুডা, ধুতি পাঞ্জাবি বা সর্ট ফ্রক বা গাউনে মা কালী দর্শন মোটেই সম্ভব নয়। তা যে যা খুশি পড়ুক, তাতে আমার কী?

তবে শীতের সময় ঘুমিয়ে দারুন মজা। জম্পেশ করে কষা মাংস পরোটায় ডিনার করে লেপ বা কম্বল মুড়ি দিয়ে নাসিকা গর্জন সহ নিদ্রা স্বর্গ সুখকেও হার মানায়। তবে ব্যাঘাত ঘটে, দুধ আনো, বাজার যাও ইত্যাদি বাক্যবাণ যদি অর্ধাঙ্গিনী বর্ষণ করেন।

শীতের আর একটা পাওনা খেজুরের রস অবশ্য টকে যাওয়ার আগে। নচেৎ উল্টোপাল্টা বকা শুরু হলে---

বাঙালীর পায়ের তলায় সর্ষে। এসময় ইচ্ছে করে ঘুরে বেড়াতে। যদি থাকে রেস্ত, কুছ পরোয়া নেহি। আছে বনভোজন হয় পাহাড় নয় জঙ্গলে। আধ সেদ্ধ মাংস বা লবণ পোড়া সবজিও যেন অমৃত।

আছে পিঠে পুলির উৎসব। বিয়ের পর প্রথমবার শীতের সময় শ্বশুর বাড়ি গিয়েছি। শশ্রুমাতা ও শালিকার চাপাচাপিতে পিঠে খেয়ে কী নাকানিচুবানি! হাড়ে হাড়ে বুঝেছি,'' পিঠে খেলে পেটে সয় না''। শালিকার মুখ চেপে হাসি, আমার যেন গলায় ফাঁসি। অতি কষ্টে সে যাত্রায় বেঁচে ফিরেছি।

এবার একটু অল্প মধুর বাস্তব ঘটনায় ইতি টানবো এই রম্যাখ্যানের।

আমার বন্ধু পত্নী সহ পৌষ পার্বণ অনুষ্ঠানে শ্বশুর বাড়ি গিয়ে ফেরার সময় ঝোলা গুড়ের হাঁড়ি নিয়ে ফিরছিল। ইচ্ছে না থাকলেও শাশুড়ির কথা ফেলতে পারেনি। যাহোক বাসের সিলিং এর উপর রাখা গুড়ের হাঁড়ি গাড়ির ঝাঁকুনিতে বন্ধুর মাথায় পড়ে একেবারে চিত্তির। গুড় ছিটকে দুজনেই মাখামাখি। বাকিটা বন্ধুর জবানীতেই শুনুন।''বাসশুদ্ধ যাত্রীর দ্রষ্টব্য তখন আমরা। মোছার কিছুই নাই। শাশুড়ির উপর দারুন রাগ হলেও কিছু বলার উপায় নেই। গুড় গড়িয়ে গোঁফ বেয়ে পড়লেও চাটবার উপায় নেই। সবাই হাসছে। মনে পড়ে গেল সেই গানটার কথা। ''চিটেগুড়ে পিঁপড়ে পড়লে নড়তে চড়তে পারে না''---

হায়রে শীত, আর গাইবো কত গীত !

SILIGURI END SMILE SOCIAL WELFARE SOCIETY
Reg. No. S0007690 of 2019-2020
'মানুষের সাথে মানুষের পাশে'
আমরা আছি, আমরা থাকবো
ভারতীয় সেনা বাহিনীর জওয়ান দ্বারা পরিচালিত শিলিগুড়ি এণ্ড স্মাইল পরিবার। এই পরিবারে তিনটি স্কুল চলছে যেখানে ১২০ জন দরিদ্র অসহায় পরিবারের ছোট্ট ছোট্ট শিশুকে শিক্ষার আলোতে আলোকিত করতে এগিয়ে এসেছে এই পরিবার। এছাড়া এণ্ড স্মাইল পরিবার সমাজের অসহায় মানুষের সেবাতে তৎপর।
আপনারাও চাইলে এই ছোট ছোট শিশুদের পাশে দাঁড়াতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিন। আপনাদের দেওয়া সাহায্য পুরোপুরি ইনকাম ট্যাক্স ছাড় পাবে।
যোগাযোগ করুন এই নম্বরে - ৭৯০৮৮৪৬৫৮১/7908846581
Siliguri End Smile Social Welfare Society
SBI A/C : 39797661125
IFSC CODE, SBIN0014549
Google pay, phonepe no 7908846581

দীপার দীপাবলি

কলমে গৌতম তরফদার

(বুদ্ধুরাম-বিধান চন্দ্র রোড, ঝলঝলিয়া রেলওয়ে কলোনি, মালদা)

গত বছরের দীপোৎসবের দিনে ঠিক সন্ধ্যার মুখে খোলা মাঠে মুখোমুখি বসে প্রেমালাপে ব্যস্ত ছিল দীপসুন্দর তালুকদার ও দীপালিকা দত্ত ওরফে দীপা।

অল্প দূরেই কিশোর-কিশোরীরা বিভিন্ন বাজি-পটকা ফাটাচ্ছিল। হঠাৎ একটা বাজি দীপসুন্দরের গা-ঘেঁষে ছিটকে এসে দীপার মুখের সামনেই ফেটে যায়। মুহূর্তেই দুচোখ ঝলসে যায় দীপার , মুখের কিছুটা অংশ পুড়েও যায়। দীপসুন্দর দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যায় ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। কিন্তু দুভার্গ্যের ব্যবস্থাপনায় অন্ধত্ব যেন পাকাপাকিভাবে বাসা বাঁধে দীপার চোখে।

গত এক বছর ধরে বিভিন্ন নামকরা ডাক্তার দেখিয়েও কোনো সুফল হয়নি। দুচোখই নাকি পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেছে। বিকল্প হিসেবে একমাত্র চক্ষু প্রতিস্থাপনের পরামর্শই দিয়েছিলেন। কিন্তু চোখ কোথায় পাবে! কিন্তু হাল ছাড়েনি দীপসুন্দর। বিভিন্ন আই-ব্যাঙ্ক,সেবামূলক প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রেখেই চলছিল।

নিয়তির নিয়ন্ত্রনে এবছরের দীপাবলি। আজই দীপাকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। গভীর রাতের বাস দুর্ঘটনায় এক মৃতার দুচোখ দীপার চোখে প্রতিস্থাপন করা হবে। অপারেশন শুরুও হয়ে গেছে। করিডরে অপেক্ষারত দীপার বাবা-মা আর দীপসুন্দর যার লাগাতর চোখের খোঁজে থাকার ফসল এই অপারেশন।

দীর্ঘ কয়েক ঘন্টা পর অপারেশন থিয়েটারের আলো নিভল।ডাক্তারবাবুরা হাসিমুখে বেরিয়ে এলেন।

‘‘অপারেশন প্রত্যাশিতভাবেই সফল। জ্ঞানও ফিরেছে। বাহাত্তর ঘন্টা পরে চোখের ব্যান্ডেজ খোলা হবে। ওই সময় দীপসুন্দরকে সামনে থাকতে হবে। ওকেই প্রথম দেখতে চেয়েছে রোগিনী তার নতুন চোখ দিয়ে’’।

আনন্দাশ্রুর মিঠে স্বাদ গাল বেয়ে ঠোঁটে পৌঁছাল দীপসুন্দরের।

আবারও শীত আসছে

শিপ্রা পাল

(ত্রিবেণী এপার্টমেন্ট, বাবু পাড়া, শিলিগুড়ি)

একদিন মিথ্যে স্বপ্নে বিক্রি হয়েছিলো ইচ্ছেটা
শীতের শুরুতে নারঙ্গীর কাঁপছে পাতা
কার্পাস ঝুলি কাঁধে ফেরিওআলা হেঁকে যায়
ঘুম চোখে উত্তরের পাহাড় তাকিয়ে।
সেদিন হামাগুড়ি দিয়ে কানে-কানে
একমুঠো সবুজ ছুঁয়ে বলেছিলো,
চলো ওই দূরে বুনো পথে হারাই
আকাশটাও নেমেছিলো খুব কাছাকাছি।
বিশ্বাস জিনিসটা শুধু আবেগ নয়
ভরসার চেয়ে শক্ত কিছু ক্ষমতা--
আজও ছুটোছুটি করে চড়ুইয়ের ছায়া
সেই দুরন্ত মেঘ আর কান্না হতে পারে না।
আবারও শীত আসছে
বাঁধা-ফুলকপি ক্ষেত পেরিয়ে কমলার গন্ধ
আমলকির বনে বাতাসে পরিযায়ী রঙ
আমার স্বপ্নটা কী ছুঁতে পাবে আর!!

কিং ভূত

রিয়া মুখোপাধ্যায় (শিলিগুড়ি)

ভূত শব্দে ভীতু মোরা,
ভূতের ভয় পাই,
ভুতের অর্থ শুধুই কি ভয়ঙ্কর,
কার্টুন কমিকস এর মতো মিষ্টি ভূত কি আর নাই?
ভূত বলতে আমরা সবাই
কায়াহীন অবয়ব বুঝি,
আসলে তো ভূত পুরাতন,
যা স্মৃতিতে আমরা খুঁজি,
ভূত হলো সেই জীবনের গল্প যা মিথ্যে হলেও সত্যি,
ভুত আদৌ আছে কী নাই?
তা নিয়ে তর্ক দ্বন্দ্ব আছে যুক্তি,
ভূত নাকি সেই মায়াবী যোদ্ধা,
শরীর ছাড়ার পর করছে যে মুক্তি যুদ্ধ,
ভূত সে কি শুধুই অদ্ভূত নাকি অতীতের ঘটে যাওয়া চির অন্তহীন সত্য।

Mahananda Bachhao Committee &
Namami Gange Joint Initiative
"Mahananda Arati"
Every Purnima
Venue : Lal Mohan Moulik Niranjan Ghat
Siliguri

শিলিগুড়িতে মহানন্দা নদীর প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা ও ভক্তি বৃদ্ধি করতে প্রতি পূর্ণিমাতে শুরু হয়েছে মহানন্দা আরতি ও মহানন্দা পুজো। নমামি গঙ্গের সঙ্গে যৌথ ভাবে মহানন্দা বাঁচাও কমিটি এই ঐতিহাসিক শুভ কাজ শুরু করেছে শিলিগুড়ি শহরে। মহানন্দা হলো আমাদের মা। মহানন্দা কেন , যে কোনো নদী আমাদের মতো কাছে মায়ের মতো। পরিবেশের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হলো নদী। নদীকে তাই আমাদের বাঁচাতে হবে। নদীতে নোংরা কেউ ফেলবেন না। নদীতে প্রস্রাব পায়খানা করবেন না। নদীকে কেউ দয়া করে অপবিত্র করে তুলবেন না। নদীকে ক্ষতি করলে তার প্রভাব এসে পড়বে আপনার ওপরে। শিলিগুড়িতে মহানন্দা আরতি ও মহানন্দা পুজো হচ্ছে প্রতি পূর্ণিমার বিকালে।আপনিও সামিল হউন এই মহানন্দা আরতিতে । পূর্ণিমার সন্ধ্যায় চলে আসুন মহানন্দার ঘাটে। চলুন সবাই মিলে শ্রদ্ধা ও ভক্তি জানাই মহানন্দার প্রতি।

With Best Compliments From :

CELL 89183 54785
73191 27594

BHAKTINAGAR SHRADDHA WELFARE SOCIETY

निःस्वार्थ सेवा

BHAKTINAGAR SHRADDHA WELFARE SOCIETY

16 MASJID ROAD, ASHRAFNAGAR,
WARD NO. 40, SILIGURI-734006

আলোর উৎসব

কবিতা বনিক

(মহানন্দা পাড়া, শিলিগুড়ি)

আলো এক ধরনের শক্তি। আলোর সাহায্যে অন্য বস্তুকে দেখা যায়। কোন বস্তুর ওপর আলোর প্রতিফলন ও প্রতিসরনের মাধ্যমে সেই বস্তুকে আমরা দেখতে পাই। আলোক শূন্য স্থানে আমরা কিছুই দেখতে পাই না। ফলে আমাদের কাছে ঈশ্বরের শক্তি বা গুন হলো আলো। যার সাহায্যে আমরা সব কিছু দেখতে পাই। আলোর প্রকাশে অন্ধকার দূর হয়। পথ চলতে সুবিধা হয়। প্রত্যেক মানুষের জীবন যেন আলোকের ঝর্ণা ধারায় ধুয়ে আলোকজ্জ্বল হয়ে ওঠে, সমস্ত কার্তিক মাস জুড়ে এমনই প্রার্থনা থাকে সব মানুষের জন্য, এমনকি যারা আমাদের পার্থিব শরীর ছেড়ে আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন তাদেরকেও আলোর পথ দেখানো হয় এই কার্তিক মাসে। পুরো কার্তিক মাস জুড়ে চলে দীপদানের ব্যবস্থা।গৃহে গৃহে, মন্দিরে, কুন্ডে, সর্বত্র দীপ মালা দিয়ে সাজানো হয়।

ঘরে ঘরে আকাশ প্রদীপ জ্বালানো হয়। আকাশ পথে আমাদের পূর্ব পুরুষরা যাতে আলোর পথ ধরে উচ্চ লোকে পৌঁছতে পারেন এমনি মান্যতা নিয়ে শ্রদ্ধা সহকারে দীপদান করা হয়। আমাদের মনে হয় যারা চলে গেছেন তাদের প্রতি কর্তব্য আমাদের আজও আছে। আমাদের মান্যতা এই যে দেবতা তাঁরাই-মা-বাবা-পূর্ব পুরুষরা যাদের আশীর্বাদই আমাদের সব বিপদ,প্রারব্ধ খন্ডন করে। আমাদের ধন সম্পত্তির বৃদ্ধিও তাদের আশীর্বাদেই প্রাপ্ত হয়। কারণ তারাও চান তাদের সন্তান সন্ততিরা যেন ধন সম্পত্তি সঠিকভাবে ভোগ করতে পারে। আমরাও আমাদের মা-বাবা-পূর্ব পুরুষদের যেভাবে আগলে রেখেছিলাম পরবর্তীতেও তারা যেন সেখানেও ভালো থাকেন , আমাদের মন সেটাই চায়। সে কারণেই আমাদের তেত্রিশ কোটি দেবদেবী। অর্থাৎ মানুষই দৈবী গুণ লাভ করে দেবতায় পরিণত হন। বৈষ্ণব ধর্মে দুর্গা পুজোর দশমীর দিন থেকে রাস পূর্ণিমা পর্যন্ত চলে এই আলোর উৎসব। আবার পুরো কার্তিক মাস জুড়েও দীপ দান হয়।মহালয়া তিথিতে যে পরোলোক প্রাপ্ত মানুষদের উদ্দেশ্য জল দান করা হয়। সেই সময় থেকেই তারা উচ্চ স্তরে আরোহন করার জন্য তৈরি হন। তাই তাদের যাত্রা পথে আলো প্রদর্শনের জন্য এক মাস ধরে আকাশ প্রদীপ দেখানো হয়। মন্দিরে মন্দিরে আলোয় আলোয় ভরে দেওয়া হয়। দেবতার কাছে পরলোকগত আত্মীয়ের আত্মার জন্য প্রার্থনা করা হয় যাতে তারা শান্তিতে আলোর পথ ধরে উচ্চ লোকে যেতে পারেন। দীপান্বিতার ঘোর অমাবস্যার রাতে অলোকময় পৃথিবীর সৌন্দর্য অবর্ণনীয় সুন্দর হয়।

অমঙ্গল তাড়িয়ে প্রতি ঘরকে আলোকিত করাই উদ্দেশ্য দীপান্বিতা উৎসবের। আলোর রোশনাই এ সমস্ত দ্বন্দ বিরোধও যেন দূর হয়ে যায়। দীপান্বিতার ঘোর অমাবস্যাতে আলোর এই উৎসবে রবি ঠাকুরের গানের কলি মনে পড়ে,“ অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো/ সেই তো তোমার আলো”। আলোর উৎসব আমাদের সকলের জীবনকে আলোকময় করে তুলুক।

মা শ্যামা

ধনঞ্জয় পাল
(দেশবন্ধু পাড়া, শিলিগুড়ি)

কার্তিক মাসের অমাবস্যায়
তুমি আসো শ্যামা মা।
অসুরদের বধ করো তুমি,
ভক্তদের করো ক্ষমা।।
তোমার আগমনে ঘরে ঘরে
শত দীপ ওঠে জ্বলে,
জয়ধ্বনি দেয় ভক্তগণ
"জয় মা কালী বলে"।।
এক হাতে দাও বরাভয়,
এক হাতে করো অসুর নাশ।
ভক্তরা তোমায় করে পূজা
অসুরদের কাছে তুমি ত্রাস।।

গ্রাম-বাংলার দীপাবলী উৎসব

তন্ময় ঘোষ
(শিবরাম পল্লী, শিলিগুড়ি)

গ্রাম-বাংলার দীপাবলী উৎসব
কালি-কপালিনী পুজোয় গ্রামে, মাতে কত-শত লোকজন,
শত জবাফুল আর ফলের ঝুড়ি, সাথে মিষ্টির আয়োজন।।
মন্ডপে আজ আলোর ঝলক,সাথে হ্যাজাকের রোশনাই,
হেথ-হোথা দূরে জ্বলে লণ্ঠন, রাতে যাত্রার পালা চাই।।
আলোর মালায় মেতে ওঠে মন, উৎসবে ওড়ে ঘুড়ি,
বাজি-পটাকায় মাতে ছেলে-পুলে, সাথে তুবড়ির ফুলঝুরি।।
আজ আকাশেতে কত আকাশ প্রদীপ হাওয়ার সাথে দোলে,
কাঠি হাতে ঢাকি, দিল ঢাকে কাঠি, বাজে ঢাক তালে-তালে।
তালে তাল দিয়ে ঘন্টার তালে আজ আরতির আয়োজন,
আরতির সাথে মায়ের ভোগেতে একশত ব্যঞ্জন।।
কত শত জবা ফুলে লাল হলো কালি মায়ের থান,
থানে আজ ফের হৈ হুল্লোড়,রাতে হবে কবি গান।
আজ সাজ-সাজ রব বসুন্ধরায় দীপাবলীর আলো ঘিরে,
মায়ের আশিষে সব কালিমা মুছুক, আঁধার রাতের বক্ষ চিরে।

দুঃস্থ মেধাবী ছাত্র ছাত্রীদের সাহায্য কল্পে গঠিত
Dream Haven Public charitable Educational Trust সংস্থা আপনার
সহানুভূতিপূর্ণ অনুদান ধন্যবাদসহ গ্রহণ করবে।
Donation is Exempted U/S 80G
Vide order No. 80G/cit/slg/tech/2010-11 dt. 19-8-2010
approved from 07--12-2009
visit : www.dreamhaven.in (Phone : 0353-2526076)
'মুকুন্দ মালঞ্চ', ১৮ রাসবিহারী সরনি, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি
দুঃস্থরা আবেদন করতে পারেন

With Best Compliments From :
Ph. 9832028164
IMGK
JAGADISH SARKAR
জগদীশ সরকার (ক্যাবলা)
যুগ্ম সম্পাদক
হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতি
শিলিগুড়ি

শ্যামা সঙ্গীত

কথা ও সুর ঃ বিপ্লব সরকার

(পশ্চিম আশ্রমপাড়া, শিলিগুড়ি)

মা যে আমার বিশ্বজননী
ছড়িয়ে আছে ত্রিভুবনে
শ্যামা মায়ের চরন তলে
বিশ্ব ভুবনে আছো ছেয়ে
মা যে----
শ্যামা শ্যামা ডাকলে মাগো
জুড়ায় মনের জ্বালা
আমরা থাকি সংসারেতে
বুঝবো নাতো মায়ের কথা
মা যে---
পাগলিনি বেশে মাগো
বেড়াস যেখানে সেখানে
নয়নে দেখিতে না পাই
চিনতে পারি নাতো তাই
কখনো ডাকি মা বলে
আবার কখনো ডাকি শ্যামা
রাগিস নে মা আমার ডাকে
দেখা দে মা ফাঁকে ফাঁকে
মা যে ---

শ্যামা সঙ্গীত

কথা ও সুর ঃ অদিতি পি চক্রবর্তী

(ভক্তিনগর চেক পোস্ট লাগোয়া এলাকা) শিলিগুড়ি

হেমন্তের বাতাস বয়
হাসে ফুল ধরাতে
ওই আসে শ্যামা আমার
নিশীথ রাতে।
ও কালো রুপ আলো ছড়ায়
আঁধার মুছে যায়
ও রুপের ছটায়।
সাধন ভজন কিছু জানি না
অশ্রু ছাড়া কি আছে আমার
সাধন ভজন কিছু জানি না।
মুন্ডমালা দোলে গলায়
মায়ের চরণে জবা
নিজেকে লুটায়।

সকলকে কালী পুজো ও দীপাবলির শুভেচ্ছা

Mobile : 9434151873

Pradip Ghosh (Manta)

প্রদীপ ঘোষ (মন্টা)

হায়দরপাড়া
শিলিগুড়ি

সকলকে কালী পুজো ও দীপাবলির শুভেচ্ছা

মোবাইল ঃ ৯৪৩৪৩৭৭৬৯৮

গোপাল প্রামানিক

কার্যকরী কমিটির সদস্য

হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতি

শ্যামা সঙ্গীত

কথা ও সুর ঃ বিপ্লব সরকার

(পশ্চিম আশ্রম পাড়া, শিলিগুড়ি)

কালি কালি বলে মা
ডাকবো চিরকাল
থাকিস নে মা মুখ ফিরিয়ে
দেখা দে মা শ্যামা বলে
কালি---
তোর কালো রুপে দেখি আলো
আমায় ভয় দেখাস নে মা
শুধু অন্তরে মা ডাকবো আমি
সারা জীবন ধরে মা
কালি--
তুমি শিব তুমি ষোড়শী
আশা জাগে বক্ষে ধরি
আয়না মা আমার কাছে
দুনয়ন ভরে দেখি
পালাস নে মা আমায় ছেড়ে
ধরে রাখবো ভক্তি দিয়ে
কি বলে ডাকবো মাগো
আমায় ছেড়ে পালাস নে মা
কালি---

সকলকে কালী পুজো ও দীপাবলির শুভেচ্ছা

নির্মল কুমার পাল (নিমাই)

সাধারণ সম্পাদক
হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব
শিলিগুড়ি

With Best Compliments From :

সুজিত ঘোষ (বাপি)

সাধারণ সম্পাদক
হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতি,
শিলিগুড়ি।
যুগ্ম সম্পাদক
বৃহত্তর শিলিগুড়ি খুচরা ব্যবসায়ী সমিতি

হায়দরপাড়া বিবিডি সরনি,
ঘুগনি মোড়, হায়দরপাড়া
শিলিগুড়ি।

সকলকে কালী পুজো ও দীপাবলির শুভেচ্ছা

মা তারা ডিস্ট্রিবিউটার্স

উত্তম কুমার সাহা

সুভাষ মার্কেট, বিধান মার্কেট
শিলিগুড়ি

বৈচিত্র্যে ভরা কালী কথা

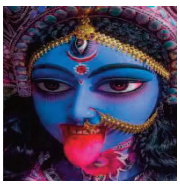

অনিল সাহা
(সম্পাদক, উত্তরের প্রয়াস,শিবমন্দির)

কালী কথাটি এসেছে বেদ থেকে। কালী বলতে কালা রংয়ের শিখা বোঝায়। কালী রং অন্ধকার সূচক হয়। প্রলয়কে মহা অন্ধকার বলা যায়। কারণ মহা প্রলয় সৃষ্টির পরে আসে। তখন না কিছু জানা যায়, না তর্কের দ্বারা বোঝা যায়। তাই তাকে মহা অন্ধকার বলা যেতে পারে। কালা রংয়ের পদার্থের গুণ, ঈশ্বরের গুণ নয়। ঈশ্বর রুং রুপ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তাকে না চোখে দেখা যায়, না কানে শুনে অনুভব করা যায়, না তাকে স্পর্শের দ্বারা অনুভব হয়, না তার গন্ধ নিয়ে তাকে বোঝা যায়। সে তো ইন্দ্রিয়াতীত। ঈশ্বরকে না চোখের দ্বারা গ্রহণ করা যায়, না বানীর দ্বারা বলা যায়, না অন্য কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জানা যায়, না সকাম কর্মের দ্বারা জানা যায় তাকে। জ্ঞানের দ্বারা শুদ্ধ অন্তঃকরন যুক্ত যে হয়, সে ঈশ্বরকে ধ্যান যোগে জানতে পেরে যায়।

বহু রুপে কালীকে দেখতে পাওয়া যায়। যেমন ভদ্রাকালী--এই কালী পাতালের দেবী। মহাকালী আর ভদ্রাকালীর রুপ একই। উভয়ের পূজা ধ্যান মন্ত্র একই রকমের।

দুই--নিশাকালী-আধিভৌতিক ভীতি কাটানোর জন্য এই দেবী প্রসিদ্ধ। আবার অনেকে বলেন, জেলেদের রক্ষাকারী। দুর্যোগ মহারাতে জেলেরা সমুদ্রে গেলে তারা পূজা করতেন। তার চরনে ছোয়ানো ফুল নৌকায় থাকলে সেই নৌকা সমুদ্রে ডুবতোই না।

তিন--ফলহারিনী কালী-- গৃহ ধর্মকে সুন্দর করতে ফলহারিনী কালীর আবির্ভাব। রামপ্রসাদ নিজের বনিতাকে দেবী রুপে পূজা করে নারী জাতির সন্মানের জন্য ফল নিবেদন করেন। এই পূজা বাৎসারিক পূজা।

চার-- দখিণা কালী--সর্বকালের সর্ব দেশের সমাজের গৃহীত একটি পূজা। শবরুপী শিবের অবস্থান একই। শুধুমাত্র নামের পরিবর্তন।

কালী মায়ের কাছে একটাই প্রার্থনা মাগো পার্থিব জীবনের সমস্ত অশান্তির কালো, আধার সরিয়ে শান্তির পরিবেশ আসুক, সবাই যেন সুখে শান্তিতে থাকতে পারে সেটাই দেখ মা।

সকলকে কালী পুজো ও দীপাবলির শুভেচ্ছা
দূরাভাষ ঃ ৯৪৩৪২২১১৭৫
কৌস্তুভ দত্ত
রোজলি দত্ত
কৌণিক দত্ত
ও
ক্রিস্টভ দত্ত
শক্তিগড়, শিলিগুড়ি।

With Best Compliments From :~
Cell : 9832406788
9434221175

LAST HONOUR
(COFFIN BOX)
SHAKTIGARH
ROAD NO. 2, SILIGURI

দূষন

ডাঃ শীর্ষেন্দু পাল

(বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক , কলেজ পাড়া, শিলিগুড়ি)

কারখানার চিমনি ধোঁয়ার কুন্ডলি ছাড়িছে
আকাশে,
গাড়ির কালো ধোঁয়া মিশিছে বাতাসে,
গ্রীষ্মের রৌদ্রে শ্রমিক করে হাঁসফাঁস,
কৃষকের চাদি ফাটে, ছাড়ে সে দীর্ঘশ্বাস।
ভিতরে রহে কেহ ঠান্ডা এসির যতনে,
বাহিরে মানুষ কাঁদে গরমের পীড়ণে।
জলকষ্টে মানুষ করে হাহাকার,
মানুষের ভুলে মানুষ করিছে চিৎকার।
শঙ্কিত মানুষ আজ করিছে বৃক্ষরোপণ,
সবুজের প্রয়াসে সে লাগায়াছে মন।
বাতিল হইতেছে পেট্রোল,ডিজেল,
বদলে আসিতেছে ইলেকট্রিক, বায়োফুয়েল।
ভুলিয়াছি আমরা কাঠ ও কয়লার চুলা,
গ্যাস ত্বরান্বিত করিয়াছে রান্নার পালা।
মনুষ্য জাতি হারিতে শেখে নাই,
দূষণ রুখিবার প্রয়াসে সে যার পর নাই।
দূষণ মুক্ত পৃথিবী তার অধিকার।
বিশ্বের সব দেশ করিয়াছে অঙ্গিকার।

সকলকে শুভ দীপাবলির প্রীতি ও শুভেচ্ছা --

লক্ষন সাহা

সম্পাদক

সকলের কাছে বিশেষ আবেদন --

ডেঙ্গু নিয়ে সতর্ক থাকুন। কোথাও কেউ যাতে জল জমিয়ে না রাখে সেদিকে নজর রাখুন। পরিস্কার জমা জলে ডেঙ্গু মশার বংশ বৃদ্ধি ঘটে। ডেঙ্গু থেকে সতর্ক থাকতে মশারি ব্যবহার করুন। ফুলের টব থেকে পুরনো টায়ার যেখানেই হোক কোথাও জল জমতে রাখতে দেবেন না। বাড়ির চারপাশ পরিস্কার রাখুন।

শিলিগুড়ি সুকান্ত স্পোর্টিং ইউনিয়ন ক্লাব

সুকান্ত নগর অটো স্ট্যান্ড, শিলিগুড়ি।

তোমার পূজার ফুল তুমি, তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ

গোপা দাস

(শরৎপল্লী, হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি)

আমাতে আমি, আমি এক ফুল,
তুমি তাই পাওনা দেখিতে, করো
কত ভুল।
শত রাগ, শত সুর যতই বাজুক
যথা তথা,
ফুল আমি হেলি দুলি, দেখি তরু
শাখা।
আকাশ আমার মাথার উপর,
কত শত তারা,
পায় না তারা কারো ছোঁয়া,
দেয় না কেউ ধরা।
মনের ফুলের আকাশ রঙিন,
ভাসায় ভেলা আকাশে
আমি উড়ে বেড়াই যথাতথা, ভর
করি বাতাসে।
ফুল আমার তরু শাখে পাখা
মেলে চায়,
দেখে ওরা ভাবে মনে,এখানে
শান্তিতে কেমনে থাকা যায়?
তোমার দেওয়া ফুল তুমি হাতে
তুলে নিও
পরবাসী করো না আমায়,
ভালোবাসা দিও।
তোমার পূজার ফুল তুমি, তুমি
সর্বশ্রেষ্ঠ
আমি আছি তোমার চরণ তলে,
দেখো মোরে স্পষ্ট।

এত প্রেম আসে কোথা থেকে!

অশোক পাল
(ফুল বাগান, মুর্শিদাবাদ)

এত প্রেম আসে কোথা থেকে সাথে নিয়ে
কালবৈশাখী ঝড়
ভরে মন ভাঙে পাড়, তবু
অবিরাম এত প্রেম আসে কোথা থেকে!
কত স্বপ্ন নেমে আসে দুচোখে
কখনো স্বর্গীয় সুখের অনুভূতি
কখনোও বা দুঃস্বপ্ন জুড়ে থাকে সারা মন।
তোকে ছুঁয়ে দেখার লোভ সামলানো
কঠিন শুধু নয়
বেশ কঠিনই,
নিয়ন্ত্রণ করা গেল না বলেই
স্বপ্নে তোর সাথে শরীরী আশ্লেষে ভেসেছি--
এ কথা বলাতে তুই কেন নীরব হয়ে গেলি!
আবার এটাও ঠিক
নীতি কথায় পড়েছি
অপ্রিয় সত্য বলা বারণ
হোক সে আপন কিম্বা অপ্রিয়জন!
এত প্রেম আসে কোথা থেকে
বিরামহীনভাবে
সেদিন তো চৈত্র মাস ছিল না, তাও
সর্বনাশ যা হওয়ার
সেতো প্রতিদিন ঘটে চলে সমান তালে।
প্রেম বা সর্বনাশ আসে তো নীরবে
কিন্তু যখন ফিরে যায়
পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যায়।
এত প্রেম আসে কোথা থেকে--!

অন্ধকার কাটাতে মোমবাতি বিতরন

নবকুমার বসাক
(সমাজসেবী, কর্ণধার, শিলিগুড়ি এন্ড স্মাইল সোস্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি)

সকলকে শুভ বিজয়া এবং দীপাবলির আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। সারা বছর ধরেই আমাদের সামাজিক ও মানবিক কর্মসূচি লেগে থাকে। এবারে দুর্গা পুজোর দিনগুলোতেও আমরা মানবিক ও সামাজিক কর্মসূচি চালিয়ে গিয়েছি। যাতে কিছু মানুষের মুখে হাসি ফোটানো যায়। বিভিন্ন স্থানে আমাদের মেডিক্যাল টিম কাজ করেছে । কিছু মানুষকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং ওষুধ আমরা বিলি করেছি। তার পাশাপাশি দরিদ্র অসহায় মানুষদের মধ্যে বস্ত্র বিতরন করেছি। এবারে শ্যামাপুজো বা দীপাবলিকে সামনে রেখে আমরা স্থির করেছি তিন হাজার দুঃস্থ অসহায় মানুষের মধ্যে বস্ত্র বিতরন করবো যাতে তারা উৎসবের দিনে হাসি মুখে থাকে। এছাড়া বস্তি এলাকাতে বা যেসব এলাকাতে গরিব মানুষ বসবাস করেন তাদের মধ্যে আমরা মোমবাতি বিতরন করবো। এমন অনেক পরিবার আছে যারা অর্থের অভাবে আলোর উৎসবে ঘরে ঠিকঠাক মোমবাতি জ্বালাতে পারেন না। সেই সব পরিবারের মধ্যে আমরা মোমবাতি বিতরন করবো যাতে যারা তাদের ঘর আলোকিত করতে পারেন। এর বাইরে আমাদের যেসব ধারাবাহিক মানবিক ও সামাজিক কর্মসূচি চলছে তা অব্যাহত থাকবে। যেমন অনেক দরিদ্র অসহায় মানুষকে আমরা খাদ্য বিতরন করি প্রতিমাসে। সেই কর্মসূচি ধারাবাহিকভাবে চলবে।

সবাই ভালো থাকুন। সকলকে দীপাবলির আগাম শুভেচ্ছা। শিলিগুড়ি সংহতি মোড়ের গায়েই দেবগীতা অ্যাপার্টমেন্টে আমাদের অফিস। কেউ আমাদের সঙ্গে সামিল হয়ে সামাজিক ও মানবিক কাজে অংশ নিতে পারেন। সবসময় আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি।অনেক মানুষ তাদের জন্মদিন পালন করছেন আমাদের সংস্থার সঙ্গে কোনো অনগ্রসর এলাকাতে। কেউ বিবাহ বার্ষিকীর অনুষ্ঠান করছেন আমাদের সঙ্গে নিয়ে। সকলের ঘরে সুখ ও আলো জ্বলুক আমরা এটাই চাই।

জগৎ জননী কালী

মুকুল দাস, বয়স ৯৯
(শরৎ পল্লী, হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি)

জগৎ জননী মা কালী আমার, তুই
কি শুধু মাটির ঢেলা?
তোর জগত চলছে কত অত্যাচারের খেলা।
এই ভারতে নেই কো মানুষ, আছে
শুধু কুকুর শিয়ালের হুক্কাহুয়া।
পড়ে থাকে কত বাসি মরা,
নেই কি তোর দয়ামায়া?
তোর কি মা চক্ষু দুটি অন্ধ?
কান দুটি কি তোর একেবারেই বন্ধ?
ভস্ম মাখা শিব ঠাকুরকে নিয়ে স্বর্গে
করিস খেলা।
এসব দেখে কেমন করে কাটে তোর
বেলা?
হাতে ক্রিয়া ত্রিশূল, হয়েছিস মা মহিষ
মদিনী,
তুই নাকি মা জগৎ জননী?
তোর জগতে ঝরছে হাজার কলস
রক্ত,
তাতে হয় না তোর কষ্ট,
এমন পাষান হলি কি করে?
মনটা কেন এত শক্ত?
ভুল করে ভোলা মহেশ্বর আছেন
ধ্যানে মগ্ন,
তার তরে হয়েছিস মা তোর এতোই
গর্ব?
স্বর্গ থেকে পাঠাস তুই শত শত
অসুর,
অসুর দিয়ে করিস মা তুই ত্রিভুবন
ভাঙচুর।
এইভাবে হবি মা তুই জগৎ জননী?
তোর পায়ে সদাই বাজে ঝুমুর ঝুমুর
নুপুর কিঙ্কিণী।
এবার কৈলাশ হতে নেমে আয় মা
আনন্দময়ী,
গিড়ি রানীর আদরের দুলালী
মা কালী জগৎ জননী।

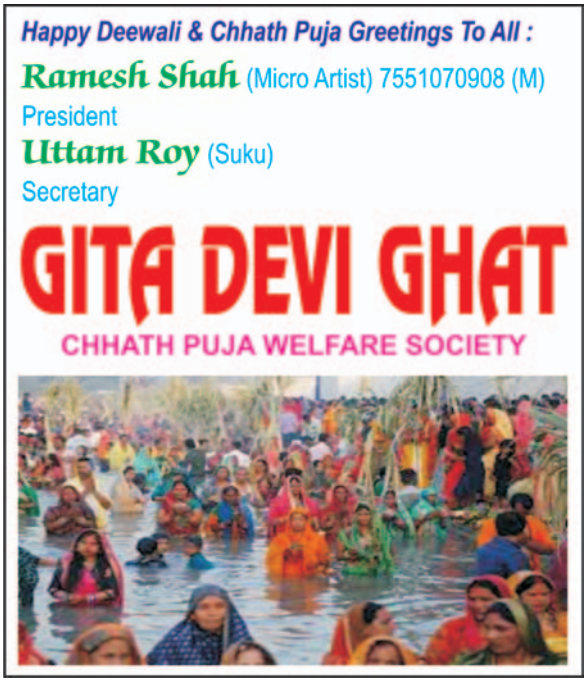

NPEC®
ISO 9001:2008 CERTIFIED COMPANY
National Power Engineering Company
FABRICATING A BETTER FUTURE

Warehousing • PEB • Industrial Sheds • Godowns
www.npec.in NCH Building, 14 Church Road, Siliguri-734001 +91-9434019992

ইলেকট্রন নিয়ে গবেষণা করে পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার প্রাপকগণ (২০২৩) 'পরিপূর্ণ একীভূত তত্ব'এর দিকে কিছু অংশ এগিয়ে গেলেন

নির্মলেন্দু দাস (কবি ও বিজ্ঞানী, শরৎ পল্লী, হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি)

অজানা অনেক কিছুই আছে। আমরা কতটুকু জানি, এর হিসাব কেউ জানে না।কারণ জ্ঞান পরিমাপের যন্ত্র আবিস্কারতো হয়নি। স্বাভাবিকভাবে সংসার করবার জন্য যতটুকু প্রয়োজন, সেই জ্ঞান কম বেশি সবার মধ্যে থাকে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে জ্ঞানের প্রকাশ বিভিন্ন রকম। পরীক্ষা দ্বারা নির্ণিত জ্ঞান পরিচয় করিয়ে দেয় মানুষের জ্ঞানের পরিধি। বড় কঠিন সেই পরীক্ষা। ঈশ্বর সাধনার পরীক্ষা সব পরীক্ষার মধ্যে কষ্ট সাধ্য। ভক্তিকে কতটুকু উন্নত পর্যায় নিয়ে গেলে ঈশ্বর শক্তির কাছাকাছি পৌঁছানো যায়, এমন অঙ্ক বিজ্ঞানে আবিস্কৃত হয়নি। কিন্তু বিশ্বাস এমন এক অস্ত্র যার সাহায্যে মনকে ঈশ্বর ভাবনার শক্তির কাছে নিয়ে যাবার পরিকল্পনা তৈরি করে। আমরা দেবী রুপে মাকে পূজা করে থাকি। দেবতা বলতে পুরুষ বা নারী উভয়কে বোঝায়। যার যেমন ইচ্ছা,সে তার আরাধ্য দেবতাকে পূজা করে থাকেন। এভাবেই বিভিন্ন ধর্মে বিভিন্ন উপাসনা, পূজার নিয়ম লেখা হয়েছে। যার যার ধর্ম তার তার কাছে মূল্যবান। এ নিয়ে কোন বিরোধ নেই। হিন্দু ধর্মে নারীকে দেবী হিসাবে নানা রুপে দেখানো হয়েছে।কখনো দুর্গা, দক্ষিণাকালী, সিদ্ধকালী, গুহ্যকালী, মহাকালী, ভদ্রকালী, চামুন্ডাকালী, শ্মশানকালী, আরও কত কি। দৃশ্যত কালী রুপের মধ্য দিয়ে মানুষের মনে নানা রকম চিন্তাভাবনা হয়ে থাকে।

'কালী' শব্দটি 'কাল' শব্দের স্ত্রী লিঙ্গ রুপ, যার অর্থ 'কৃষ্ণ, ঘোর বর্ণ'। 'কাল', যার অর্থ 'নির্ধারিত সময়', তা প্রসঙ্গক্রমে 'মৃত্য' অর্থেও ব্যবহৃত হয়।কালী পূজার সময় মানুষ রংবেরঙের আলো জ্বালিয়ে রাতকে আলোকিত করে তোলে। বাজিতে ফোটানোর শব্দে পাশে থাকা মানুষ জনের কথা শোনা যায় না। যদি ধরে নিই মহাবিশ্ব সৃষ্টির পূর্বে শুধু ছিল অগুনিত কালো কণা বা পদার্থের সমারোহ যা কল্পনার অতীত। একটা সময় কালো পদার্থগুলো একত্রিত হতে হতে ভয়ংকর চাপের সৃষ্টি হয়, এমন চাপে তৈরি হলো আলোর অসংখ্য কণা বা ফোটন তৈরি হয়েছিল এবং একইসঙ্গে মহাকর্ষ বল যা পদার্থের মধ্যে সমতা বজায় রাখার পরিকল্পনা করেছেল অকল্পনীয় শব্দে। একে কি সৃষ্টির প্রথম বিগ ব্যাং বলা যায় না? এরপর সৃষ্টি হয়েছিল অন্যান্য পদার্থ,গ্রহ, নক্ষত্র, ছায়াপথ ইত্যাদি। কি ভাবে হয়েছিল, সেসবের বিবরণ এখানে স্বল্প পরিসরে দেওয়া সম্ভব নয়। সেজন্য মা কালীর গায়ের রং কালোকে আদি সৃষ্টির প্রথম ধাপ হিসাবে ধরে নিতে পারি। দ্বিতীয়ত, মনে হয় আমরা অমাবস্যার সেই রাতে আলো জ্বালিয়ে, বাজি ফাটিয়ে সৃষ্টির পরিবেশকে স্মরণ করি। আসলে অতি ক্ষুদ্রতম পর্যায় না পৌঁছালে সৃষ্টির দোরের দিকে এগিয়ে যাওয়া যায় না। বিজ্ঞানীগণ এনিয়ে গবেষণা করে চলেছেন।

বিজ্ঞানীদের কাছে কৃষ্ণ শক্তি (ব্ল্যাক এনার্জি) একটি চিন্তার বিষয়। মহাবিশ্বে আমরা যতটুকু আলো দেখি? তা মা ৬--৭ শতাংশ। বাকি কালো অংশ। কবে কখন এই পদার্থ তৈরি হয়েছে, এর উত্তর কেউ দিতে পারছেন না। তখন সময় কি ভাবে কাজ করে ছিল বা সময় শূন্য ছিল কিনা, বিভিন্ন প্রশ্ন জাগে। সঠিক কোন উত্তর নেই। অর্থাৎ সৃষ্টি বা ধ্বংস রহস্য সবার কাছে অজানা। এখন পর্যন্ত যেখানে সঠিকভাবে একটি আলোর কণার ওজন বের করা সম্ভব হয়নি, সেখানে সৃষ্টির কতটুকু কাছে বিজ্ঞানীগণ পৌঁছাতে পেরেছেন? যন্ত্রের দ্বারা মহাবিশ্ব দেখে পরীক্ষার মাধ্যমে কিছু আঁচ করা সম্ভব, কিন্তু আসল সৃষ্টি সম্পর্কিত ঘটনা অধরা থেকে যায়। এসব ভাবনার ওপর গড়ে উঠেছে নানা তত্ব। বিগ ব্যাং তত্ব এর মধ্যে প্রচলিত হলেও এর পূর্ববর্তী ঘটনাবলীর উৎস কি ভাবে কখন ইত্যাদির হদিশ পাওয়া যায় না। কিছু ধরে না দিলে কিছু করা যায় না, তাই আর কি! যা হোক অতি ক্ষুদ্র কণাকে যত বিশ্লেষণ করা যাবে তত রহস্য উদঘাটন হবে। কোয়ানটাম তত্ব নিয়ে যারা কাজ করছেন, তারা বিজ্ঞানকে অনেকটা এগিয়ে নিয়ে গেছেন।

এবার পদার্থবিজ্ঞানে ২০২৩ সালের নোবেল পুরস্কার দেওয়া হল যৌথভাবে তিনজন বিজ্ঞানীকে। দুই ফরাসী বিজ্ঞানী পিয়ের অ্যাগোস্তিনি এবং অ্যান ল'হুইলিয়ার এবং হাঙ্গারিয়ান-অস্ট্রিয়ান বিজ্ঞানী ফেরেঙ্ক ক্রওস। রয়্যাল সুইডিশ অকাদেমি অফ সায়েন্সেস জানিয়েছে, আলো নিয়ে এই তিনজনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা মানবজাতিকে পরমানু এবং এবং অনুর ভিতরে ইলেকট্রনের জগতকে অন্বেষন করার জন্য নতুন

সরঞ্জাম দিয়েছে।

নোবেল কমিটি বলেছে,'' তাঁদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা পদার্থের ইলেক্ট্রন গতিবিদ্যার অধ্যয়নের জন্য আলোর অ্যাটোসেকেন্ড স্পন্দন তৈরি করেছে। পিয়ের অ্যাগোস্তিনি, ফেরেঙ্ক ক্রওস এবং অ্যান ল'হুইলিয়ার আলোর অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত স্পন্দন তৈরি করার এক উপায় দেখিয়েছেন, যা যেখানে ইলেক্ট্রনগুলি চলে বা শক্তি পরিবর্তন করে, সেখানে দ্রুত গতির প্রক্রিয়াগুলি পরিমাপ করতে ব্যবহার করা যেতে পারে।"

১৯৮৭ সালে অ্যান ল'হুইলিয়ার দেখেছিলেন যে কোনও নোবল গ্যাসের মধ্য দিয়ে ইনফ্রারেড লেজার যাওয়ার সময় আলোর বিভিন্ন ওভারটোন তৈরি হয়। হুইলিয়ার দেখেছিলেন, গ্যাসের পরমানুর সাথে লেজারের আলোর মিথস্ক্রিয়ায় একটি আলোক তরঙ্গ তৈরি হয়। লেজার তরঙ্গ ইলেকট্রনকে অতিরিক্ত শক্তি দেয়। সেই শক্তিই আলো হিসাবে প্রকাশ পায়।

অর্থাৎ ইলেকট্রনকে যেভাবে হোক উত্তেজিত করা। ইলেকট্রন উত্তেজিত হলেই শক্তি দেবে। শক্তির প্রকার ভেদ অনুযায়ী আলোর কণার সমন্বয়ে তৈরি হয় সেই ধরনের শক্তি।আলোর কণাকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় ফোটন। আমার লেখা Mystery of Origin of the Universe,1990 (NASA,ADS,Reads 455,Citation,17), Complete Unified Theory,1998, Endless Theory of The Universe (Complete Unified Theory), Published by Lap Lambert,Germany,২০১৪. একটি আলোর কণার ওজন বের করেছি একটি সূত্রের মাধ্যমে। এই সূত্রটি আইনস্টাইন থিওরি অব রিলেটিভিটির মধ্য দিয়ে যখন ক্রিয়া করেছে তখন এটি ইউনিফায়েড থিওরি অফ ফিজিক্স এ পরিবর্তিত হয়েছে যা ক্ষুদ্রতম কণা থেকে মহাবিশ্ব পর্যন্ত প্রযোজ্য। এই গ্রন্থেই ইলেকট্রনের শক্তি বা ফোটন নির্গত হবার কারণ উল্লেখ করেছি।বিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন পদার্থের গঠন বের করেছেন।এমন কি পরমানুর গঠনও আমরা জানি। কিন্তু ইলেকট্রনের গঠন আমরা জানি না। রেডিও, টিভি ইত্যাদির তরঙ্গ বা কম্পনাঙ্ক জানি, কিন্তু গঠন জানি না। গঠন মানে মানুষ,জীব জন্ত , যে কোন জিনিসের যেমন আকার আছে, তেমন আর কি।আমার গ্রন্থে রেডিও, টিভি, মাক্রোওয়েভ পদার্থ সমূহের গঠনের উল্লেখ আছে যা আলোর কণা দিয়ে তৈরি।কাজেই এবার পিয়ের অ্যাগোস্তিনি এবং অ্যান ল'হুইলিয়ার এবং ফেরেঙ্ক ক্রওস ইলেকট্রন সম্পর্কে যে গবেষণা করে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তা কমপ্লিট ইউনিফায়েড থিওরি বা ''পরিপূর্ণ একীভূত তত্ত্বের' দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সবেমাত্র মায়ের গর্ভ হতে শিশুর জন্ম হলো।

মায়ের আগমন

অর্পিতা দে সরকার
(বাবু পাড়া, শিলিগুড়ি)

যে পথ ধরে মা তুমি চলে গেলে, সে পথ ধরে আবার তুমি চলে আসবে নতুন রুপে শ্যামা মায়ের অদ্ভুত সুন্দর রুপ ধরে। মা দুর্গার কৈলাশে ফেরার পর শ্যামা মায়ের আবির্ভাবের দিন গুনছে সারা দেশবাসী। এই আনন্দের বিশেষ দিনটাকে আরো আনন্দময় , বর্ণময় করে তুলতে, অন্ধকারকে আলোয় রুপান্তর করে তুলতে হাজারো দীপ জ্বালিয়ে মহা শক্তির আরাধনায় মেতে উঠবে সবাই।

আমরা সকলেই জানি অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে দেবতাদের পরাজয়ের পর অশুভ শক্তির হাত থেকে পৃথিবীবাসীকে রক্ষা করার জন্য মা দুর্গার কপাল থেকে জন্ম হয় মা কালীর। মা কালী কার্তিক মাসের শুক্ল পক্ষে অমাবস্যা তিথিতে অসুরের নাশ করে পৃথিবীবাসীকে অসুরদের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। তাই প্রতিবছর এই বিশেষ দিনে পৃথিবীবাসী মাতৃ-আরাধনায় মেতে ওঠেন।

হাজারো প্রদীপের আলোর ছটায় পৃথিবীর বুক থেকে অশুভ শক্তি বিদায় নিক---- এই সময় এটাই থাকছে প্রার্থনা। এই সময় আরো প্রার্থনা থাকছে যাবতীয় অন্ধকার, অসুখবিসুখ, অভিশাপ, অন্যায় দূর হয়ে যাক। সবার জীবনে মাতৃ আরাধনার মধ্য দিয়ে বজায় থাকুক ও ফিরে আসুক আনন্দ , সুখ সমৃদ্ধি সৌভাগ্য।কালী পুজোর পুণ্য লগ্নে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ুক শান্তি, আনন্দ, সৌভাগ্য ও সীমাহীন আনন্দের সমাহার। চলুন আমরা সবাই মনের দরজা খুলে আনন্দে, ভালোবাসায় ডুবে যাই। মা কালীর আশীর্বাদে পৃথিবীর বুক থেকে বিদায় নিক অন্ধকারপ্রবনতা ও পৃথিবী ভরে উঠুক আলোর বন্যায়।

প্রদীপের আলোয়, আতস বাজির শব্দে মিস্টি মুখে কালীপুজোর আনন্দ বেড়ে উঠুক শতগুন,কালীপুজোর আনন্দে মেতে উঠুক সকলে। শুভ কালীপুজো।

''আলোয় ভুবন ভরিয়ে দেখা,/ঘুচিয়ে দে মা যত কালে!/ মনের আঁধার মুছিয়ে দে মা/ মনাকাশে জ্বেলে আলো"।

আমায় একটু জায়গা দাও মায়ের মন্দিরে বসি, শুনেছেন তারা মায়ের এই ভক্তের অবিশ্বাস্য কাহিনী ?!!

বাপি ঘোষ ঃ রাস্তার ধারে পড়েছিল এক ভবঘুরে। অভুক্ত এবং অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় দিনের পর দিন পড়ে থাকতে থাকতে সেই ভবঘুরের শরীরে গজিয়েছিল পোকা। কোনো ঘা থেকে শরীরে পোকা কিলবিল করছিলো। তার শরীর থেকে বের হচ্ছিল দুর্গন্ধ। আশপাশে দিয়ে বহু ভদ্রবেশী লোকজন যাতায়াত করছিলেন। সবাই নাকে রুমাল চাপা দিয়ে সেই রাস্তা পার করছিলেন। কারও একবারও ভবঘুরেকে দেখার সময় নেই। উল্টে ভবঘুরের দিকে ঘৃনায় থু থু ছিটিয়ে দেয় লোকজন। কিন্তু হঠাৎ একদিন এক মহিলা সেই ভবঘুরের দিকে এগিয়ে গেলেন। সেই মহিলা ভবঘুরের চুলদাড়ি কেটে তাকে স্নান করিয়ে পেট ভরে ভাত খাওয়ালেন। তারপর একে একে হাতের ঘা এর মধ্যে গজিয়ে ওঠা পোকা সব বের করলেন। এরপর সেই মহিলা ভবঘুরের প্রস্রাব পায়খানা করা প্যান্ট শার্ট পাল্টে তাকে নতুন জামাপ্যান্ট পড়ালেন। সেই ভবঘুরে সেই মহিলাকে মা সম্বোধন করে প্রণাম করলেন। কিন্তু সেই মহিলা এরকম একজন ভবঘুরে নয়, শয়ে শয়ে ভবঘুরেকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করে দিচ্ছেন ভালোবাসার সঙ্গে। সেই মহিলার ভিতর থেকে আওয়াজ ভেসে আসে,'' ঘৃনা নয়--ভালোবাসা।"

কিন্তু কে এই মহিলা? আর এরকম কাজ করার শক্তিই বা তিনি পাচ্ছেন কি করে? মহিলার উত্তর,''তারা মা-র শক্তি ও কৃপায়।" কিন্তু মহিলার মধ্যে তারা মা এর শক্তি ও কৃপাই বা এলো কিভাবে?

মহিলার জবাব,''সে-ও মা তারা।"

শৈশব থেকেই সেই মহিলা মা তারা ভক্ত। এমনকি কিশোরী বয়সে পেটের দায়ে যখন নেপাল থেকে দুবস্তা সুপারি বা সামান্য কেরোসিন তেল নিয়ে আসতেন তখনও সেই কিশোরী তারা মায়ের নাম নিতো। নেপাল সীমান্তে মেচি নদীর ধার দিয়ে সুপারি পাচারের সময় সেই কিশোরী রাস্তায় কালী মন্দির পড়লে মন্দিরে গিয়ে বসে থাকতো, আর তারা মায়ের নাম নিতো। তারা মায়ের কাছে প্রার্থনা করতো,'' মা পেটের দায়ে এত কষ্ট করে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নেপাল থেকে মেচি নদী টপকে সুপারি নিয়ে আসছি। পুলিশ বা কাস্টমস যেন না ধরে! মা তুমি তো জানো, এই কাজ করতে হচ্ছে পেটের দায়ে। তাছাড়া এই কাজের জেরে আরো অনেকের পেট চলছে! বিশেষ করে এখান থেকে যে অর্থ উপার্জন হয় তা দিয়েকোনো অভুক্ত মানুষকে খাওয়ানো হয় বা বস্ত্রহীন মানুষকে বস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। রাস্তার ধারে পড়ে থাকা কোনও বৃদ্ধকে সেবা করা হয়!"

এবার ফিরে আসি সেই মহিলার পরিচয়ে। সেই মহিলাকে আজ সকলেই চেনেন। নাম পূজা মোক্তার। একসময় পেটের দায়ে তিনি সীমান্ত দিয়ে সুপারি পাচার করতেন। আর আজ মূল স্রোতে ফিরে এসে স্বনির্ভরতার মাধ্যমে ভারতীয় শাড়ির ব্যবসা করেন। তার সঙ্গে তৈরি করেছেন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ভক্তিনগর শ্রদ্ধা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। শিলিগুড়ি আসরফ নগরে সেই সোসাইটির অফিস। সেই সোসাইটির মাধ্যমে তিনি বহু সেবামূলক কাজ করছেন যেমন রাস্তার ধারে পড়ে থাকা ভবঘুরেদের দাড়ি কেটে স্নান করিয়ে সুস্থ করে তুলছেন বা পোকা হয়ে যাওয়া ভবঘুরেদেরে যন্ত্রণা দূর করার চেষ্টা করছেন। সেই মহিলা পূজা মোক্তার বলেন,' এসব কাজেরই শক্তি পাওয়া যায় মা তারার কৃপায়। " একসময় তার নাম ছিলো শিলা পাইন। শিলা বৃষ্টির মধ্যে আষাঢ় মাসে মহানন্দা নদীর ধারে তার জন্ম।

তাই তার নাম শিলা দেওয়া হয়। পরবর্তীতে সীমান্তে পণ্য এদিক-ওদিক করবার সময় তিনি মা তারার ভক্তিতে মেতে উঠে নিজের নাম প্রচার করে দেন, পূজা। এই পূজাদেবীর মা ছিলেন প্রয়াত গীতারানী পাইন। পরবর্তীতে তারাপীঠে তিনি তুলসী ভৈরবী নামে বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। গীতারানী পাইনের বাপের বাড়ি বীরভূম জেলার আখিরাতে। আর শ্বশুর বাড়ি ছিল শিলিগুড়ি শক্তিগড়ে। পূজাদেবীর বাবা প্রয়াত সুভাষ চন্দ্র পাইন ট্রান্সপোর্ট এর ব্যবসা করতেন। আর তার মা গীতারানী পাইন সবসময় মা তারা সহ অন্যান্য দেবদেবীর পুজোপাঠ নিয়ে পড়ে থাকতেন।সংসারের প্রতি তেমন ধ্যান ছিলই না।ভজন কীর্তন, পুজোপাঠ এটাই ছিল তার জীবনের সব কিছু। পূজাদেবী দাবি করেন,'শৈশবে এমনও দেখেছি মাকে ঠাকুর ঘরে মেঝেতে পড়ে থাকতে।পুজোর সময় মা ভরে উঠে অজ্ঞান হয়ে যেতেন তারা মা-র কৃপায়। আর মায়ের চারপাশ দিয়ে সব সাপ ঘোরাঘুরি করতো। ভয়ে আমরা কেউ মায়ের কাছে ঘুমোতে যেতাম না। মায়ের মাথায় ছিলো চুলের বিরাট এক লম্বা জটা, পরে পূজাদেবীর বাবার মৃত্যুর পর পূজাদেবীর মা গীতারানী পাইন পাকাপাকিভাবে চলে যান তারাপীঠ শ্মশানে। তারাপীঠে তিনি নিয়মিত মা তারার চরণ ধুয়ে দিতেন এবং সবসময় তারা মায়ের ভক্তি পূজা নিয়ে মেতে থাকতেন। দিনরাত তারা মায়ের ভক্তি শ্মশানের মধ্যে একজন মহিলার পক্ষে চালিয়ে যাওয়া সহজ কাজ নয়। ভিতরে বিশেষ কোনো শক্তির জাগরন হলেই একজন মহিলা দিনের পর দিন শ্মশানে পড়ে থেকে তারা মা এর ভক্তি পূজা করতে পারেন। সেই থেকে গীতারানী পাইনের নাম তারাপীঠে তুলী ভৈরবী নামে প্রচার হয়ে যায়। শৈশবে গীতারানীদেবীর নাম ছিলো তুলসী। তার থেকে চলে আসে তুলসী ভৈরবী। পূজা মোক্তার জানাচ্ছেন,তিনি মাঝেমধ্যেই তার মা জীবিত থাকার সময় তারাপীঠ গিয়ে মায়ের সঙ্গে দেখা করে আসতেন।তার মা শ্মশানে নিজেই ইট দিয়ে উনুন তৈরি করে ভোগ রান্না করতেন। একবার ভোগ রান্নার সময় বোয়াল মাছ মাটির হাড়িতে রান্না করতে গিয়ে দেখেন, হাড়ি নড়ছে। কিন্তু হাড়ি কেন নড়ছে! তা দেখে সবাই ঘাবড়ে যান। এরপর হাড়ি নামিয়ে বোঝা যায়, যেখানে উনুন তৈরি হয়েছে তার নিচে বিরাট বড় অজগর সাপ!!অজগর সাপের শরীরের উপরে মাটির উনুন আর সেই উনুনের আগুনের আঁচে অজগর নড়াচড়া করলে বোয়াল মাছের হাড়িও নড়তে থাকে। পরে লোকজন জড়ো হলে সবাই সেখান থেকে সরে পড়েন। মাছ রান্নাও বন্ধ হয়ে যায়,সরিয়ে নেওয়া হয় উনুন। এরকম অনেক ঘটনা পূজাদেবী তার মাকে নিয়ে শুনিয়েছেন। তার মায়ের অনেক ভৈরবী ভক্ত সেই তারাপীঠ শ্মশানে তৈরি হয়ে যায়। তারাপীঠে প্রতিবছর ৫ই কার্তিক গিয়ে পূজাদেবী তার মায়ের মৃত্যুবার্ষিকী পালন করেন। সেই সময় তিনি ভৈরবী সেবা দেন। পূজাদেবী জানান, তার মায়ের সমাধি রয়েছে তারাপীঠে। আর তার মায়ের ইচ্ছাতেই এই জগৎ সংসার সবকিছু চলছে ।আসন্ন অমাবস্যা বা দীপাবলি বা কালী পুজো উপলক্ষে পূজাদেবীর একটাই বক্তব্য, ভক্তিভাব নিয়ে সবাই কাজ করুন। মানুষের সেবা করুন। প্রকৃতি ও পরিবেশকে ভালোবাসুন। তাতেই এই পরমা প্রকৃতি মা তারা খুশি হবেন। এসব প্রসঙ্গে তিনি স্মরন করেন মা সারদা এবং সাধক বামাক্ষ্যাপার কিছু উক্তিও। সাধক বামাক্ষ্যাপা বলে গিয়েছেন,''সত্যের বলে বলিয়ান হলে তোমাকে কেউ হটাতে পারবে না। সত্যের চেয়ে আর ধর্ম নেই। সত্য রক্ষার জন্য মন তৎপর হলে সহজে মনের ময়লা দূর হয়ে যায়। মনের পবিত্রতা সাধন হলেই মায়ের কৃপা বা দয়া তার ওপর পড়ে।" সাধক বামাক্ষ্যাপা আরো বলেছেন, '' তারা মায়ের উপর নির্ভর কর বাবা। ইহকালে পরকালে সব পাবে। যার কেউ নেই, তার তারা মা আছেন।"অপরদিকে মা সারদাদেবী বলেছেন, '' আমি সতেরও মা, অসতেরও মা। কোনো ভয় পেয়ো না। যখনই কষ্ট পাবে, মনে মনে জানবে যে তোমাদের একজন মা আছে।" মা সারদাদেবী আরও বলেছেন, '' ভয় পেয়ো না, মানুষের জন্মই হয়েছে কষ্ট পাওয়ার জন্য।এমনকি মানব শরীর গ্রহণ করে জন্ম নেওয়া দেবতারা পর্যন্ত এই কষ্টের থেকে রক্ষা পাননি। কষ্টের সময় ধৈর্য্য ধরো এবং ঈশ্বরের নাম নাও।" মা সারদাদেবী আরও বলেছেন,'' যে অল্পেই তুষ্ট থাকে, তার কাছে এই পৃথিবীর সব দুঃখ কষ্টই অনেক হালকা হয়ে যায়।' মা সারদা আরও বলেছেন, ''জীবনের সার কথা হলো, ভক্তি। ভক্তির সাহায্যে সব অসম্ভবকে সম্ভব করা যায়।" তাই এই শ্যামা পুজোর আগে চলুন আমরা সবাই গাই, '' আমায় একটু জায়গা দাও মায়ের মন্দিরে বসি।" সবশেষে বলতে হয়, বিশ্বাসে মেলায় বস্তু, তর্কে বহু দূর।

HAPPY DEWALI GREETINGS

PRATIK MEDICO

POLY CLINIC

CHEMIST & DRUGGIST

PHYSICIAN, DIABETOLOGIST

Dr. Shankha Sen

MD, Medicine (Gold Medalist)

GYNAECOLOGIST &
INFERTILITY SPECIALIST

Dr. Sailesh Roy

DGO, MS (ONG), FICOG, FICS, FMAS

NEURO PSYCHIATRIST

Dr. Arunava Dutta, Md

NEUROLOGIST

Dr. Swayam Prakash, MD, DM

Dr. Tanmoy Pal, DA, MD, DNB

45 HILL CART ROAD, OPP. HOWRAH PETROL PUMPS
SILIGURI-734001
Ph. : 0353-2431528, Cell : 98323-84924, 98326-53589

এই ছেলেমেয়েদের কারও বাবা-মা বাড়িঘর নেই, এদের প্রতিভা বিকাশে চাই সকলের সাহায্য

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ কোন ছাত্রের বাবা মা বাড়িঘর কিছুই নেই। ওদের বাড়িঘর আপনজন বলতে স্কুল আর স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা। কারো বাবা আছেতো মা নেই, কারো মা আছেতো বাবা নেই। আবার কারো বাবা-মা থাকলেও ঘরবাড়ি নেই। সকলেই আর্থিক দিক থেকে অনগ্রসর। আর সেইসব অসহায় দুঃস্থ অনগ্রসর ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর সঙ্গে সঙ্গে খেলাধূলা এবং সংস্কৃতির বিকাশে ব্যাপক কাজ করে চলেছে তরাই ইন্টারন্যাশনাল স্কুল। শিলিগুড়ি মহকুমার খড়িবাড়ি থানার বুড়াগঞ্জের প্রত্যন্ত গ্রাম হলো দুধাজোত। সেখানেই চলছে এই তরাই ইন্টারন্যাশনাল স্কুল । স্কুলটি শিলিগুড়ি মহকুমার তরাই এডুকেশনাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি পরিচালিত। সেই তরাই এডুকেশনাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির মাধ্যমে ওই গ্রামে শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের বিকাশে চলছে তরাই বি এড কলেজ, তরাই নার্সিং ইন্সটিটিউট এবং তরাই স্পোর্টস একাডেমি। তরাই স্পোর্টস একাডেমি থেকেতো জাতীয় স্তরের কয়েকজন খেলোয়াড় উঠে এসেছে। আর তরাই ইন্টারন্যাশনাল স্কুল চলছে ভিন্ন ভাবে। সেখানে ছেলেমেয়েরা পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধূলা করছে এবং সঙ্গীত নৃত্য আবৃত্তি সবকিছুর চর্চা করছে। অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী স্কুলের হস্টেলে থেকেই পড়াশোনা করে। অষ্টম শ্রেনী পর্যন্ত সেখানে পড়াশোনা হয়।শিক্ষক শিক্ষিকারাও আন্তরিকতার সঙ্গে বেশ মন দিয়ে ক্লাস করান। তাছাড়া ছেলেমেয়েরা গাছের নিচে প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় বন্ধন তৈরি করেও শিক্ষামূলক পাঠ নেয়। ছেলেমেয়েরা সেখানে প্রায়ই বৃক্ষরোপন করে। কিভাবে গাছ লাগাতে হয়, কিভাবে গাছ বাঁচাতে হয় তার শিক্ষাও সেখানে দেওয়া হয়। বুড়াগঞ্জের কালকূট সিং হাইস্কুলের শিক্ষক তথা বিশিষ্ট সমাজসেবী পুস্পজিৎ সরকার ওই দুর্গম প্রত্যন্ত এলাকায় শিক্ষা বিস্তারে এবং কর্মসংস্থানের জন্য যে প্রয়াস নিয়ে চলেছেন তা নজিরবিহীন ঘটনা বলে অনেকেই উল্লেখ করতে শুরু করেছেন। বহু দুঃস্থ ছেলেমেয়েকে আমরা আজকাল সাহায্য সহযোগিতা করে থাকি। পুস্পজিৎবাবু জানিয়েছেন, তাদের এই স্কুলের অনগ্রসর অসহায় ছেলেমেয়েরা সকলের সাহায্য সহযোগিতা পেলে আরো এগিয়ে যেতে পারবে। শুধু অর্থ দিয়ে নয়, কেউ চাল ডাল সরষের তেল বা বস্ত্র দিয়ে কিংবা খাতা কলম ইত্যাদি দান করে এই স্কুলের মহৎ এবং মানবিক শিক্ষামূলক কাজে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করতে পারেন।এই সহ সাহায্যের জন্য আইনি প্রক্রিয়া অনুযায়ী আয়কর ছাড়েরও সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। সবচেয়ে বড় কথা, এই স্কুলে অনেক সম্ভাবনাময় ছেলেমেয়ে রয়েছে অথচ আর্থিক সঙ্কট তাদেরকে বারবার পিষে ধরছে। ছেলেমেয়েরা আর্থিক সঙ্কটে থাকলেও কেউ ডাক্তার, কেউ ইঞ্জিনীয়ার হতে চায় শৈশব থেকেই। দুর্গম প্রত্যন্ত এলাকা থেকে এই স্বপ্ন তাদের বাস্তবায়িত হতে পারে আমাদের সমস্ত সুনাগরিক ও সংবেদনশীল মানুষদের সহযোগিতায়। সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ এবং গুগল পে নম্বর --৯৭৩৪৯৬৫২১৪/৮৯৭২১৭৯৫৬৭/৯৭৩৫০৪৪১৬০

ছেলেমেয়েদের মনে শিক্ষার আলো জ্বালিয়ে রাখতে এই মায়েরা তুবড়ি তৈরি করেন

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ ওদের ঘরে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা রয়েছে। সেই ছেলেমেয়েদের মনের প্রদীপ ওরা জ্বালাতে চান। ওরা চান, ছেলেমেয়েরা ভালো শিক্ষা গ্রহন করে যেনো মনের মধ্যে সবসময় আলো জ্বালিয়ে রাখতে পারে। কিন্তু শিক্ষার আলো জ্বালিয়ে রাখার জন্য পাঠ্য পুস্তক কেনার প্রয়োজন, শিক্ষকদের টিউশন ফি দেওয়া দরকার, সব কিছুরতো খরচ রয়েছে। সেই খরচ আসবে কোথা থেকে? তাই এই মায়েরা দীপাবলির আগে বাজি কারখানায় বাজি তৈরিতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। তাদের হাতে তৈরি তুবড়ি জ্বালিয়ে আলোর উৎসবে সবাই আনন্দ করবে।আর সেই আনন্দের টাকায় গ্রামের ছোট

ছেলেমেয়েরা কেউ বই কিনবে,কেউ শিক্ষকের টিউশন ফি দেবে। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি মহকুমার বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী ফাঁসিদেওয়া থানার লিউসিপাখরির হাতিরামজোতে বাজি তৈরির সময় এমন আলোর বার্তাই দিলেন গ্রামের মায়েরা। তারা সকলেই উত্তরবঙ্গের প্রাচীন বাজি কারখানা রাজ ফায়ার ওয়ার্কসে কাজ করেন। সেই বাজি কারখানায় এখন তুমুল ব্যস্ততা। দমকল বিধি মেনে এবং দূষন নিয়ন্ত্রন পর্ষদের সব নিয়ম এবং স্বাস্থ্য বিধি মেনে বাজি তৈরি হচ্ছে।সেই বাজি কারখানার প্রধান কর্ণধার জয়ন্ত সিংহরায় জানালেন, পরিবেশের কথা চিন্তা করে সব বাজি তৈরি হচ্ছে। এবারে শুধুমাত্র পরিবেশ বান্ধব তুবড়ি তৈরি হচ্ছে বলে জয়ন্তবাবু জানালেন। জয়ন্তবাবুর সেই কারখানা জুড়ে শুধু সবুজ গাছপালা। আর সেই সবুজ গাছপালার মধ্যেই সবুজ বাজি তৈরিতে মেতেছেন বাজির কারিগরেরা। বিভিন্ন জায়গা থেকে সেখানে বাজির চাহিদা আসে। জয়ন্তবাবুর সঙ্গে তার পুত্র রাজ সিংহরায় এবং স্ত্রী ইলা সিংহ রায় পুরোদমে সহযোগিতা করেন। বাজিতে পরিবেশবান্ধব নিত্য নতুন কি করা যায়, তার ভিন্ন ধর্মী উদ্ভাবনী প্রতিভা রয়েছে জয়ন্তবাবুর ।তাছাড়া তিনি নাট্য চর্চা করতে ভালোবাসেন। এবার এই পুজোর আগে কালো দুগ্গা নামে স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি মুক্তি পায় মানব ঘোষের নির্দেশনায়। সেখানে জয়ন্তবাবু অভিনয় করেছেন। আর তার কারখানাতে শ্যুটিংও হয়েছে। বাবুপাড়ার নাট্যপ্রতিভা সন্তোষ দাসও সেই ফিল্মে অভিনয় করেছেন।জয়ন্তবাবু বহু বছর ধরে কৌতুক অভিনেতা হিসেবেও পরিচিত বিভিন্ন মহলে।

সকলকে কালী পুজো ও দীপাবলির শুভেচ্ছা ---

শিবেশ ভৌমিক

সভাপতি, বিধাননগর ব্যবসায়ী সমিতি
শিলিগুড়ি মহকুমা, দার্জিলিং

শিলিগুড়িতে মহানন্দা দূষন ঠেকাতে এবার মহানন্দা আরতিতে সামিল হলেন বিধায়কও, নদী বাঁচাতে সামিল লোক শিল্পীও

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ শিলিগুড়ি শহরে মহানন্দা নদী বাঁচাতে এবার আসলে নামলেন শিলিগুড়ির বিধায়ক ডঃ শঙ্কর ঘোষও। রবিবার শঙ্করবাবু খোদ মহানন্দা নদীর ঘাটে উপস্থিত হয়ে নিজে হাতে মহানন্দা আরতি করেন। সেই সঙ্গে বিধায়ক সাংবাদিকদের কাছে বলেন, মহানন্দা নদীর প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি বৃদ্ধি করতে মহানন্দা বাঁচাও কমিটি এবং নমামি গঙ্গে যৌথ ভাবে মহানন্দা আরতি করে আসছে বিগত কিছুদিন ধরে। প্রতি পূণিমাতেই সেই মহানন্দা আরতি বা মহানন্দা পুজো হচ্ছে। বিধায়ক হিসাবে তিনি এই উদ্যোগের প্রশংসা করছেন।আগামীতে বিধায়ক হিসাবে তিনিও মহানন্দা দূষন ঠেকাতে তার তরফে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করবেন। তবে পরিবেশের স্বার্থে আজ সর্বস্তরের মানুষকে নদী সম্পর্কে সচেতন হওয়ার আবেদন জানান শঙ্করবাবু। অপরদিকে মহানন্দা বাঁচাও কমিটির প্রধান নেত্রী পরিবেশপ্রেমী জ্যোৎস্না আগরওয়ালা জানিয়েছেন, মহানন্দী নদীর দূষন ঠেকাতে এবং নদীর প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা ভালোবাসা বৃদ্ধি করতে তাদের এই মহানন্দা আরতি ধারাবাহিকভাবে চলবে। আসন্ন শ্যামা পুজো, দীপাবলি এবং ছট পুজো উপলক্ষ্যেও জ্যোৎস্নাদেবী মানুষকে পরিবেশ বিষয়ে সচেতন করেন। আসন্ন উৎসবগুলোতেও নদী বা পরিবেশ যাতে দূষনের শিকার না হয় সেজন্য সকলের কাছে আবেদন জানান বিশিষ্ট এই পরিবেশবিদ। সেই আরতির সময় মেঠো সুর সঙ্গীতালয়ের বিখ্যাত লোক শিল্পী সাত্তারউদ্দিন আহমেদও নদী এবং পরিবেশের ওপর সচেতনতার সঙ্গীত পরিবেশন করেন। সবমিলিয়ে শিলিগুড়িতে নদী বাঁচাতে আরতির মাধ্যমে মানুষের উৎসাহ ক্রমশ বাড়ছে।

শিলিগুড়িতে প্রতি পূর্ণিমাতেই এখন জ্যোৎস্নাদেবীরা মহানন্দা আরতির আয়োজন করছেন। জ্যোৎস্নাদেবী বলেন, এর উদ্দেশ্য একটাই নদী বা মহানন্দার প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা বৃদ্ধি করা। নদী বাঁচলে আমরা সবাই বাঁচবো। নদী ধ্বংস হলে আমাদের সকলের ক্ষতি। জ্যোৎস্নাদেবী আরও বলেন, ‘‘সকলকে দীপাবলির আগাম শুভেচ্ছা। দুর্গাপুজো ভালোভাবে কেটেছি। আমি চাই সকলের দীপাবলি ভালোভাবে কাটুক। ভালোভাবে সম্পন্ন হোক ছটপুজোও। দীপাবলির সময় বলবো , কলা গাছ নিধন করবো না। হাতির খাদ্য কলা গাছ। জঙ্গলে খাদ্য না পেয়ে হাতি বেরিয়ে আসছে। কলা গাছ যাতে নিধন করা না হয় সেদিকে আমরা নজর রাখবো। আর ছট পুজোর সময় নদী যাতে দূষিত না হয় সেদিকে আমাদের সকলের নজর রাখতে হবে। দুর্গাপুজোতেও কিন্তু সকলে নদীর প্রতি নজর রেখেছিলেন। সব নাগরিককে আজ বুঝতে হবে নদী যাতে দূষিত না হয়। মহানন্দা বাঁচাতে আমাদের ধারাবাহিক সচেতনতনার আন্দোলন চলবে। দীপাবলি ও কালী পুজোর সময় যাতে বাজির জন্য পরিবেশ দূষিত না হয় তার দিকে সকলকে নজর দেওয়ারও আমি আবেদন করছি। ’’

জ্যোৎস্নাদেবী আরও জানিয়েছেন, দীপাবলি ছট পুজোর পর ডিসেম্বর মাসে আমাদের উত্তরবঙ্গ পৌষমেলা অনুষ্ঠিত হয়। ডিসেম্বর মাসের শেষে সেই পৌষ মেলা অনুষ্ঠিত হয় মহানন্দার ধারে। পৌষ মেলা করবার উদ্দেশ্য হলো, এক) মহানন্দাকে বাঁচানো, দুই) মহানন্দার চর দখল রুখে দেওয়া, তিন) সুস্থ সঙ্গীত, সুস্থ নৃত্য সহ সুস্থ সংস্কৃতি চর্চার প্রসার ঘটানো , চার) সামাজিক ও মানবিক কাজ চালিয়ে যাওয়া। পৌষ মেলা থেকে যে অর্থ বাঁচে সেই অর্থ দিয়ে আমরা সারা বছর ধরে বিভিন্ন সামাজিক ও মানবিক কাজ করি। যেমন দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের আর্থিক সহযোগিতা করা বা তাদের বই কিনে দেওয়া, দুঃস্থ ও অসহায় মানুষকে চিকিৎসার জন্য সাহায্য করা প্রভৃতি। এই উৎসবের সময় সকলের মঙ্গল কামনা করেন জ্যোৎস্নাদেবী।

পুজোর সময় হায়দরপাড়ায় বুঁদিয়া বিলি

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ পুজোর কদিন শিলিগুড়ি হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাবের সামনে বুঁদিয়া বিলি করেছে সচিত্র গ্রুফ অফ কোম্পানিজ।সেই স্টলেই দর্শনার্থীদের মধ্যে পানীয় জল বিতরন করা হয়েছে প্রয়াত কবিতা পাল স্মরনে। শিলিগুড়ি হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক নির্মল কুমার পাল ওরফে নিমাই এই খবর দিয়েছেন। নির্মলবাবু জানিয়েছেন, পুজোর সময় যাতে পরিবেশ দূষিত না হয় সেজন্য তারা সকলের কাছে আবেদন করেছেন।এখন সামনে শ্যামাপুজো এবং দীপাবলি।সকলকে এই সময়েও পরিবেশে যাতে দূষিত না হয় তারজন্য আবেদন জানিয়েছেন নির্মলবাবু। নির্মলবাবু বলেন,' এবারে দুর্গা পুজোর সময় আবহাওয়া ভালো ছিলো। এখন দুর্গাপুজো চারদিনে হয় না। এবারে পুজো অনেক আগে থেকেই শুরু হয়ে যায়। এবারে আমাদের হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাবের পুজোতো তৃতীয়াতে উদ্বোধন হয়। মাকে আমরা আটদিন রেখেছিলাম। এই পুজো উপলক্ষ্যে পরিবেশ রক্ষার আবেদন করেছিলাম আমরা। কালী পুজোতেও সেই আবেদন থাকছে। বাজি পটকার শব্দে অনেকের ক্ষতি হয়। অনেক বাড়িতে বয়স্ক অসুস্থ মানুষ থাকেন। তাদের সমস্যা হয় বাজিপটকার শব্দে। আর শিশুদেরও কষ্ট হয়। রাস্তার পথ কুকুররাও সমস্যাতে পড়ে। আনন্দ আমরা অবশ্যই করবো। কিন্তু আমাদের পরিবেশ যাতে সুস্থ থাকে তার দিকে সকলের নজর দিতে হবে। আমার স্ত্রী প্রয়াত কবিতা পাল ২০২০ সালের ১২জানুয়ারি না ফেরার দেশে চলে যান। স্ত্রীর স্মৃতিতে আমি পানীয় জলের স্টল করেছিলাম হায়দরপাড়াতে। প্রচুর দর্শনার্থী হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাবের প্রতিমা দর্শন করতে এসে পানীয় জল গ্রহন করেছেন আমাদের স্টলে। সচিত্র গ্রুফ অফ কোম্পানিজের তরফে মৃনাল পাল সেখানে বুঁদিয়া বিলি করেন। অনেকের স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। উৎসবের পর্ব শেষ হয়ে যায়নি। সামনে শ্যামাপুজোর সঙ্গে ছট পুজো রয়েছে। আমি চাই সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। সকলকে আবারও শুভ দীপাবলির আগাম শুভেচ্ছা। "

জীবনের সমৃদ্ধির মূলে আগাগোড়াই থেকে গেছে অগ্নি বা আলোকের স্পর্শ। কবিগুরু তাই বোধ হয় বলেছেন-- " আলোকের এই ধর্ণাধারায় ধুইয়ে দাও/--আজ নিখিলের আনন্দধারায় ধুইয়ে দাও/ মনের কোণের মলিনতা সব দীনতা ধুইয়ে দাও।"অগ্নি তথা আলোর স্ফূরনের বিবর্তিত রুপই হল এই দীপাবলি উৎসব। আসলে ধর্ম ও বিজ্ঞানের পথ ধরেই যুগ যুগ ধরে হেঁটে চলেছে সভ্যতা, তার প্রমান মিলেছে বহু ক্ষেত্রে। অর্থাৎ প্রাচীন কাল থেকেই দীপাবলি সারা দেশ জুড়ে পালন করা হয়েছে। এটা সর্বস্তরের মানুষের আনন্দ উৎসব। এই আধুনিক যুগেও বহু দেশ, সমাজ ভেঙে যাওয়া বা গড়ে ওঠার পরও দীপাবলি উৎসব আজও স্বমহিমায় উজ্জ্বল। দীপাবলি আজও আলোর উৎসব, খুশির উৎসব। এ যেন আমাদের দেশের এক কালজয়ী সংস্কৃতির নিদর্শন। আসুন সবাই মিলে এই আলোর উৎসবে মেতে উঠি জগৎকে ভালোবেসে।

শুভজিৎ বোস

(শিক্ষক, নকশালবাড়ি।)

মোবাইল ঃ ৯৮৫১২-০৪০৩২

মনে ভক্তি ও শ্রদ্ধার ভাব থাকলে মনের প্রদীপ জ্বলে

স্বামী রাঘবানন্দ মহারাজ (সহ সম্পাদক, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রম, প্রধান নগর, শিলিগুড়ি)

নাম কালী। আসলে অন্ধকারের মধ্যে তিনি আমাদের পথ দেখান। আমরা আমাদের মনে ভক্তি ও শ্রদ্ধার ভাব বজায় রাখলে তিনি আমাদের মনে প্রদীপ জ্বালিয়ে দেন। এই কালী মা-ইতো দেবী দুর্গা, এই মা-ইতো আবার জগদ্ধাত্রী। মা চান সকলের মধ্যে মৈত্রী এবং প্রেম। সকলেই মা এর সন্তান। আসন্ন শ্যামা পুজোর ভাবনায় এমন বার্তাই খবরের ঘন্টার দর্শকদের সামনে মেলে ধরলেন শিলিগুড়ি প্রধান নগর শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রমের সহ সম্পাদক স্বামী রাঘবানন্দ মহারাজ। এবারেও শিলিগুড়ি প্রধান নগরের শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রমে জগদ্ধাত্রী পুজো অনুষ্ঠিত হবে।সেই পুজোতে সকলের মধ্যে প্রসাদ বিতরন করা হবে। জগদ্ধাত্রী পুজোয় সকলকে প্রধান নগর শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রমে সাদর আমন্ত্রণ।

সকলকে কালী পুজোর আগাম শুভেচ্ছা। অসৎ হইতে মোরে সৎ পথে নাও, জ্ঞানের আলো জ্বালিয়ে আঁধার ঘোচাও। অজ্ঞানতার জ্ঞানকে আমাদের জ্ঞানের আলো দিয়ে মোছাতে হবে। কালী মানেই হলো কালকে হরন করে রেখেছেন। সত্ব, রজঃ , তম এই যে ত্রিগুন কালের অধীন। ভারতবর্ষ সহ বিভিন্ন স্থানে আমরা দেখেছি শক্তির আরাধনা। মা-ই হলেন আদ্যারুপিনী, তিনি কালকে হরন করে রেখেছেন অজ্ঞানতার দ্বারা। অজ্ঞানটাকেই আমাদের সরাতে হবে। অজ্ঞান এবং জ্ঞান --ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এমন কথাই বলতেন। জ্ঞানের কাঁটা দিয়ে অজ্ঞানতা দূর করতে হবে মন থেকে। চৈতন্য শক্তি বিকাশের কথাই বলেছেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। কোনটা করনীয়, কোনটা করনীয় নয় সেটাই বুঝতে হবে। মানুষের মধ্যে করুনা, প্রেম, ভালোবাসা থাকতে হবে।আর এই ঐশ্বর্যগুলো হলো মা কালীর। মা কালী হলেন জগৎ জননী। যেহেতু তিনি মা তাঁর ঐশ্বর্যই হলো প্রেম, ভালবাসা, ভক্তি, শ্রদ্ধা, জ্ঞান, বিবেক, বৈরাগ্য। এই ঐশ্বর্যগুলোই আমাদের প্রয়োজন।কিন্তু আমরা জাগতিক ঐশ্বর্যের দিকেই ছুটে চলেছি। ঈশ্বরের ঐশ্বর্যই হলো ভক্তি। যে ঐশ্বর্য আমরা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে দেখেছি। যীশুখ্রিস্ট, হজরত মহম্মদ সকলের মধ্যে আমরা প্রেম দেখেছি। জ্ঞান আর অজ্ঞানের পারে আমাদের যেতে হবে। আমিই সেই ঈশ্বর সেই ভাব জাগিয়ে তুলতেই মহাশক্তির আরাধনা। আমাদের মধ্যে সেই চৈতন্য চাই।

পরিবেশের কথা ভাবুন

মৃনাল পাল
(সচিত্র গ্রুপ অফ কোম্পানিজ, শিলিগুড়ি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, সেভক রোড, শিলিগুড়ি)

প্রথমেই সকলকে শুভ বিজয়া। তার সঙ্গে সকলকে শুভ দীপাবলির আগাম প্রীতি ও শুভেচ্ছা। দীপাবলির এই সময় একটি কথাই বারবার জোর দিয়ে বলবো, আগেও বলেছি, এবারও বলছি তা হলো মাটির প্রদীপ ব্যবহার করুন আপনারা। বেশি বেশি করে মাটির প্রদীপ ব্যবহার করলে আমাদের মাটির কুমোরেরা বা মৃৎ শিল্পীরা প্রানে জল পাবেন। এটা বাংলার প্রাচীন এক ক্ষুদ্র শিল্প। মাটির এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখা দরকার।আর মাটির প্রদীপ ব্যবহার করা আমাদের ঐতিহ্য। সেই ঐতিহ্য বজায় রাখা প্রয়োজন। এর সঙ্গে বলবো পরিবেশের কথা। শ্যামা মা হলেন প্রকৃতিরই এক রুপ। কাজেই শ্যামা মায়ের আরাধনা করার সময় যেন আমরা প্রকৃতির কথা না ভুলে যাই। আমরা যেনো পরিবেশের কথা না ভুলে যাই। দীপাবলির রাতে অনেকে খুব বাজি ফাটান। তাতে খুব শব্দ হয়। এটা পরিবেশের ক্ষতি করে। পরিবেশের ক্ষতি করে আমাদের আনন্দ কি প্রকৃত আনন্দ হতে পারে? কেননা পরিবেশের ক্ষতি করলেতো আমাদেরই সামনে নিরানন্দ আসছে। পরিবেশের ক্ষতি করলে আমাদের ওপরই তার প্রভাব পড়বে। তাই সকলকে বিষয়টি ভেবে দেখার অনুরোধ করছি। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।

HOTEL
DOLLY PVT. LTD.

TOTAL NO. OF ROOMS-46
Check in and Check out time 12 Noon

INDIVIDUAL TARIFF

Room Type	Single Occupancy	Double Occupancy
AC Dolly Classic	1600/-	2000/-
Executive Dolly	2000/-	2400/-
Dolly Super Deluxe	2500/-	2800/-
Executive Suit	3500/-	3800/-
Executive Suit 409	4000/-	4500/-

FACILITIES
• Attach Bath with Hot & Cold Water
• Colour TV with Satellite Channel • TV Programmes
• Room Service • Elevator • In House Generator
• Free Car Parking • Laundry & Dry Cleaning
• Doctor on Call & Restaurant • WIFI

"Extra Bed or Extra Person charge Rs. 500/-, Govt. Taxes & Service Tax not included in the Tariff

Aaheli
Multi Cuisine Restaurant
Credit Card, (All VISA & Master Cards Accepted)

Bidhan Road, Siliguri-734001, Ph. : 0353-2777223, 2640388 / 89, 0353-2777226
E-mail : hotel_dolly@yahoo.co.in, Website : www.hoteldollyin.com

ছট পুজোতে মহানন্দার প্রতি নজর

রমেশ শা

(সভাপতি , গীতাদেবী ছট পুজো ঘাট কমিটি , সমর নগর, শিলিগুড়ি)

নমস্কার সকলকে। আমি শিলিগুড়ি চম্পাসারির সমর নগর গীতা দেবী ঘাট থেকে বলছি। প্রতি বছরের মতো এবারেও আমরা ছটপুজোর আরাধনাতে ব্রতী হয়েছি। আর এবারেও আমাদের পুজোতে পরিবেশ সচেতনতার অনেক বার্তা থাকছে । এরমধ্যে প্রধান হলো, মহানন্দা বাঁচাও। নদী বাঁচাও আমাদের অন্যতম শ্লোগান। নদীকে কেন্দ্র করে ছট পুজো। সূর্য মাকে পুজো বা শ্রদ্ধা নিবেদন। ছট পুজোয় জলের ঘাট যেমন চাই তেমন চাই সূর্য মা। অর্থাৎ পরিবেশ বা প্রকৃতিকে ভালোবাসতে হবে। পরিবেশ বা প্রকৃতির মধ্যে অসীম শক্তি রয়েছে। ছট পুজোয় আমরা অনেক নিষ্ঠা নিয়ম সহকারে পুজো করি। নদীকে সেইভাবেই আমরা ভালোবাসি। নদী বাঁচলে আমাদের পুজোও ভালো হবে। তাই আবারও সকলের কাছে পরিবেশ সচেতনতার আবেদন করছি।

আমাদের ঘাট সুন্দর ভাবে সাজিয়ে দিয়েছে এস জে ডি এ। আমাদের ঘাটে সুন্দর মন্দিরও রয়েছে। ছট পুজোর সময় আমরা কন্যা ভ্রুন হত্যার বিরুদ্ধে সচেতনতার প্রচার করি, আমরা নারী শক্তিকে প্রাধান্য দিতে সচেতনতামূলক আরও কাজ করি। ঘাট সুন্দর করে সাজানো হয়। পুজোর আগে যেমন ঘাট ভালোভাবে সাজানো হয় তেমনই পুজোর পর ঘাট পরিস্কার করে দেওয়া হয় সুন্দর করে যাতে নদী কোনোভাবে দূষিত না হয়। সকলকে আবারও ছটপুজোর আগাম শুভেচ্ছা।

শ্যামা সঙ্গীতের মাধ্যমে মাতৃ বন্দনা

পাঞ্চালি চক্রবর্তী
(বাবু পাড়া, শিলিগুড়ি --- সঙ্গীত শিল্পী)

সকলকে শুভ দীপাবলির আগাম শুভেচ্ছা। তন্ত্র মতে কালী আদিরুপিনী। আদ্যশক্তি মহামায়া। সবকিছুরই কারণ তিনি। তার ইচ্ছাতেই এই বিশ্ব সংসার সৃষ্টি হয়েছে। আবার প্রলয় কালে তিনিই সংসার করেছেন। মহাকাল বিশ্বকে গ্রাস করেন, আবার তিনি গ্রাস করেন মহাকালকে। তাই তিনি মহাকালী, তিনি অনন্ত। তাঁর গুন মাহাত্ম্য এবং রুপও অনন্ত। তিনি ভক্ত বৎসলা। অপার তাঁর করুনা। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথায়, যিনি আদ্যা শক্তি লীলাময়ী --সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করেছেন, তাঁরই নাম কালী। কালী ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কালী।

দুর্গা পুজোর আনন্দের রেশ মিটতে না মিটতেই আমরা মেতে উঠি কালী পুজো নিয়ে। এই সময় চারদিকে শ্যামা সঙ্গীতই কানে ভেসে আসে। এই সুরের সুধারসে অন্যরকম এক ভক্তিভাব অনুভূত হয়। যুগ যুগান্ত ধরে বহু সাধক, কবি ও ভক্ত বৃন্দ সঙ্গীতের মাধ্যমে মাতৃ বন্দনা করেছেন। শ্যামা সঙ্গীতের অফুরন্ত ভান্ডার। তারমধ্যে এখানে কয়েকটি মাত্র গানের উল্লেখ করা হলো। মায়ের অপরুপ রুপের বর্ণনা দিতে গিয়ে কাজী নজরুল ইসলাম জোনপুরী রাগের ওপর লিখেছেন,‘ কালো মেয়ের পায়ের তলায় দেখে যা আলোর নাচন!’ সাধক কমলাকান্ত গেয়েছেন, ‘ শ্যামা মা কি আমার কালো রে!’, ‘শ্যামা ধন কি সবাই পায়’, ‘ সদানন্দময়ী কালী মহাকালের মনমোহিনী’ ইত্যাদি। সাধক কবি রামপ্রসাদ গেয়েছেন, ‘ মন রে কৃষি কাজ জানো না ’,‘ ডুব দে রে মন কালী বলে’, ‘ মন তোমার এই ভ্রম গেলো না’। কান্ত কবি রজনী কান্ত লিখেছেন, ‘ আমি সকল কাজে পাই হে সময় ’। সঙ্গীত শিল্পী ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য ও পান্নালাল ভট্টাচার্য প্রচুর শ্যামা সঙ্গীত গেয়ে ভক্তদের মন ভরিয়ে দিয়েছেন। তার মধ্যে ভীমপলশ্রী রাগে ‘ দোষ কারো নয়গো মা’ রবীন চট্টোপাধ্যায়ের সুরে ‘ আমার চেতনা চৈতন্য করে ’, ‘ আমার সাধ না মিটিলো আশা না পুরিলো’, ‘সকলই তোমার ইচ্ছা’ ‘গয়াগঙ্গা প্রভাসাদি কাশিকাঞ্চি কে বাজায় ’ইত্যাদি।

দুর্গা পুজোর পর এই সময়টায় চারদিকে শ্যামা সঙ্গীতের হাওয়াই ওঠে। আর শ্যামা সঙ্গীতের সুরে ভিতরের এক অন্যরকম টান অনুভূত হয়। পরিশেষে বলতে হয়, বর্তমানে চারদিকে অশান্তি চলতে থাকায় বিশ্ব মানব জীবন সঙ্কটাপন্ন। এই যুগ সঙ্কটে বিশ্বে ফিরে আসুক শান্তি, এটাই বিশেষ প্রার্থনা।

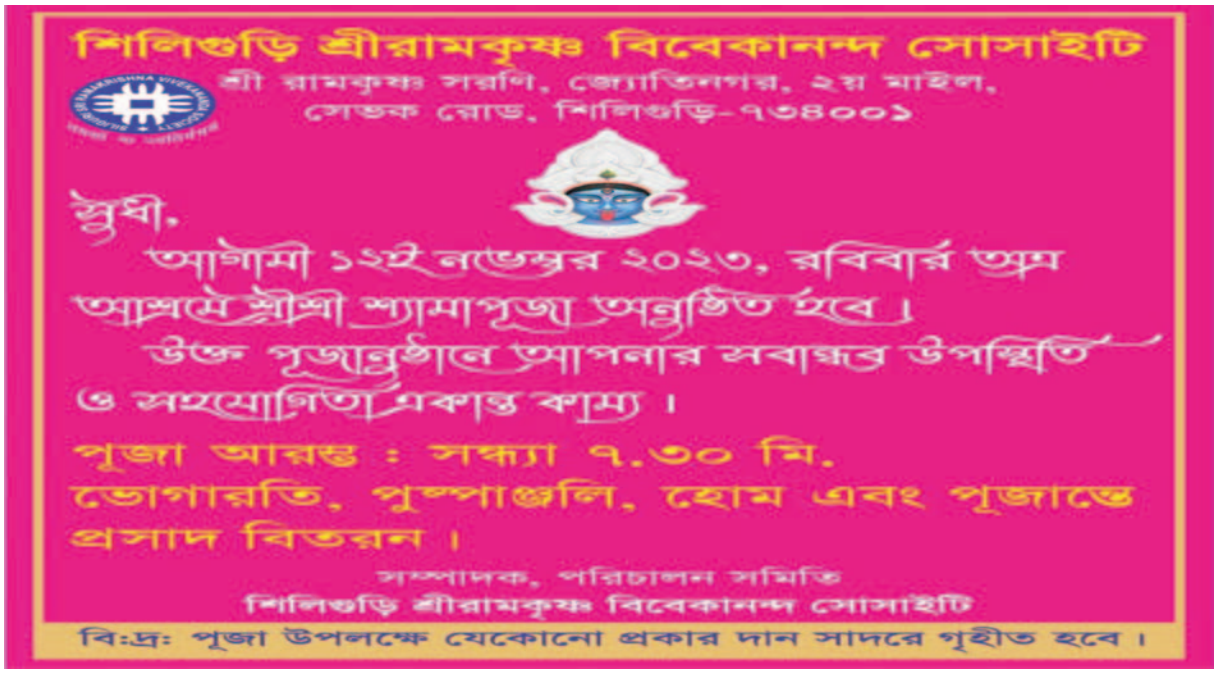

বাজির দূষন থেকে সাবধান

ডাঃ জি বি দাস

(বিখ্যাত স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ, নিউ রামকৃষ্ণ সেবা সদন, আশ্রম পাড়া, শিলিগুড়ি)

সকলকে দীপাবলির আগাম শুভেচ্ছা। বাজি নিয়েই কিছু বলবো। বিশেষ করে অন্তঃসত্বা মায়েদের কথা বলছি। বাজির ধোঁয়ার সামনে সন্তান সম্ভবা মায়েদের একদম যাওয়া উচিত নয়। কেননা, বাজির ধোঁয়া কিন্তু মা এবং গর্ভস্থ ভ্রুনের ক্ষতি করতে পারে। আর শব্দ বাজিও কিন্তু গর্ভস্থ ভ্রুনের ক্ষতি করতে পারে। তাই সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। বাজির ধোঁয়া বা শব্দ পরিবেশের যে বিরাট ক্ষতি করে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। বাজি থেকে তাই বলবো, দূরে থাকাই ভালো।

এই সময়টা আবহাওয়ার পরিবর্তন হচ্ছে। দিনে গরম, রাতে ঠান্ডা। তাতে প্রভাব পড়ছে শরীরের ওপর। জ্বর, সর্দি-কাশি হচ্ছে। ফলে গর্ভবতী মায়েদেরও সচেতন থাকতে হবে।

সবশেষে আবারও পরিবেশ নিয়ে কিছু বলতে চাই। পরিবেশের কিন্তু আমরা বিভিন্ন ভাবে অবনতি করে চলেছি। পরিবেশ দূষন ভয়ানকভাবে বাড়ছে। পরিবেশ দূষন ঠেকাতে আমাদের প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগের ব্যবহার একেবারে বন্ধ করতে হবে। সৌর শক্তি চালিত যানবাহনের ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে। কার্বন নিঃসরন কিভাবে কমানো যায় সেকথা চিন্তা করতে হবে। আর বৃক্ষরোপনকে ব্যাপক থেকে ব্যাপকতম জায়গায় নিয়ে যেতে হবে। চারদিকে প্রচুর গাছ লাগাতে হবে। তবে সবুজায়ন বৃদ্ধি পাবে। আর কীটনাশকের ব্যবহার কমাতে হবে। জমিতে চাষবাসের সময় জৈব সারের ব্যবহার বাড়িয়ে তুলতে হবে। এভাবে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে আমাদের পরিবেশকে সুস্থ রাখতে হবে । কেননা পরিবেশ অসুস্থ হতে থাকায় বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাব কিন্তু মানুষ সহ অন্যান্য প্রানীকুলের ওপর পড়তে শুরু করেছে। আলোর উৎসবে আমাদের এই সব দিক নিয়ে চিন্তা করতে হবে।

দীপাবলির মাঝেও ভুলো না পরিবেশের কথা

শুভদীপ দত্ত

(সারদা শিশু তীর্থ, সেবক রোড--মাধ্যমিক, শিলিগুড়ি)

শেষ হলো দুর্গা পুজো। কিন্তু শেষ হয়নি পুজোর আমেজ। আসছে শ্যামাপুজো, দীপাবলি, ভাইফোঁটা, ছট পুজো। কিন্তু এই উৎসবের মাঝেও খেয়াল রাখতে হবে পরিবেশের ওপর। ভুললে হবে না এই পরিবেশ থেকেই আমরা সতেজ জীবনযাপন পালনের জন্য অক্সিজেন গ্যাস গ্রহন করি এবং এই পরিবেশেই ছেড়ে দিই কার্বন ডাই অক্সাইড।আমাদের মনে রাখতে হবে পরিবেশকে দূষনমুক্ত করতে হবে। তাই দীপাবলিতে অতিরিক্ত বাজি না ফাটিয়ে পরিবেশকে করবো না দূষিত। এতে ক্ষতি হবে আমাদেরই । তাই দরকার পড়লে বাজি না ফাটিয়ে বাড়িঘর সাজিয়ে তুলি প্রদীপের দ্বারা। তা জ্বলে থাকবে অনেকক্ষন এবং দেখতেও লাগবে সুন্দর। পরিবেশও থাকবে ভালো এবং কারো আনন্দ বাজি ফাটানোর মাধ্যমে হবে না পরমানন্দ। যদি একজন মানুষও বন্ধ করে বাজি ফাটানো তাহলে দূষন অন্তত পক্ষে সামান্য হলেও কমবে এবং তার দ্বারা অনপ্রানিত হয়ে আরো মানুষ যদি বাজি ফাটানো বন্ধ করে তাহলে পরিবেশ হবে দূষন মুক্ত। তাই সকলের কাছে বলা হচ্ছে,'' বাজি ফাটানো বন্ধ করুন''। দীপাবলিকে করে তুলুন দূষনমুক্ত পরিবেশ।

কালী পূজা

পূজা রায়

(আইনজীবী ও লেখিকা---প্রধান নগর,শিলিগুড়ি)

শহর আজ সাজছে আলো
রঙ্গিন আলো ঝলমলিয়ে।
ঘরে ঘরে ১৪ প্রদীপ
দেবে সকল বধূগণে
তুমি আবার আসছো মাগো
শ্যামরুপি মাগো তুমি
বিপদ হতে রক্ষা করো।
মহামায়া মাগো তুমি
তোমার মায়ায় বেঁধে রেখো।।
অশুভ শক্তি পরাজিত করে
কুসংস্কার মুক্ত হোক পরিবেশ
আলোর আলোকিত মতো
সকলের মলিনতা দূর হোক।।
কেটে যাক সকল বিপদ
উজ্জ্বল হোক সকল ভবিষ্যৎ
পূর্ণ হোক দীপাবলি
আশীর্বাদ করো মা
মনুষ্যত্ব না ভুলি।।

দীপাবলির জন্য তৈরি স্বর্ণালি বুটিক

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ শিলিগুড়ি লেকটাউনের শ্রী মা সরনিতে রয়েছে স্বর্ণালি বুটিক। শিলিগুড়ি থেকে তাঁর শিল্প কর্মের অসাধারণ সব শাড়ির সম্ভার রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত এমনকি ভিন রাজ্যেও পৌঁছে দিচ্ছেন সেই বুটিকের কর্ণধার লাভলি দেব। সাত বছর ধরে লাভলিদেবী স্বর্ণালি বুটিক নিয়ে লড়াই চালিয়ে এক নজির তৈরি করেছেন। এবারে দুর্গা পুজোর আগে থেকে সেই বুটিকে ভিড় উপছে পড়ে ক্রেতা সাধারণের। পুজোতে সেখানে ভালোই কেনাকাটা হয়েছে। কেনাকাটার সঙ্গে সঙ্গে ক্রেতা সাধারণকে অনেক উপহার দিয়েছেন লাভলিদেবী। দীপাবলি বা শ্যামা পুজো উপলক্ষ্যেও দোকানকে সাজিয়ে তুলছেন লাভলিদেবী। আলোয় ঝলমলিয়ে উঠতে শুরু করেছে সেই স্বর্ণালি বুটিক। দুর্গাপুজোতে সেখানে যারা কেনাকাটা করতে যান তারা বেশ খুশি লাভলিদেবী ও তাঁর কর্মচারিদের ব্যবহার ও আন্তরিকতায়। ক্রেতারা সেখানে কেনাকাটা করে বলেন, ‘ এই স্বর্ণালি বুটিকে শুধু পুজোর সময় , অন্য সময়ও কেনাকাটার জন্য আসতে হবে। ” এমন সব শাড়ি সেখানে রয়েছে যেগুলোর নান্দনিকতা একেবারে অন্যরকম। সকলেরই তা নজর কাড়ে। আর স্বর্ণালি বুটিকে পুজোর সময় কেনাকাটা করার পর স্ত্রীদের মুখে হাসি দেখে খুশি স্বামীরাও। লাভলিদেবী বলেন, ‘‘ দীপাবলি উপলক্ষ্যেও অফার থাকছে। রয়েছে কেনাকাটার ওপর কিছু গিফট। শ্যামা পুজোর পর বিয়ের মরশুম। বিয়ের মরশুমেরও অনেক রকম শাড়ি এসেছে। একবার শিলিগুড়ি লেক টাউনে শ্রী মা সরনির স্বর্ণালি বুটিকে এসে দেখুন কি সুন্দর সুন্দর সব বিয়ের শাড়ি এসেছে। ” লেকটাউনেরই বাসিন্দা অপূর্ব দাস বললেন,‘এবার আমার বোন ভাইফোঁটা দিলে স্বর্ণালি বুটিক থেকেই শাড়িটা কিনে বোনকে উপহার দেবো বলে স্থির করেছি। এখানে কালেকশন বেশ ভালো। আর স্বনির্ভরতারও এক বেশ উদাহরন এই স্বর্ণালি বুটিক। ”

ভিক্ষা

বাপি ঘোষ

তখন ঘোর সন্ধ্যে। ঘরে ঘরে শঙ্খ বাজছে। সন্ধ্যারতি চলছে। শিলিগুড়ি হাসপাতালের পাশে এক চা এর দোকানে বসে আছেন বরুনবাবু। প্রবীন সাংবাদিক। বরুন বর্ধন। কলমে বেশ জোর আছে বরুনবাবুর। একসময় মানে যৌবনে এমন সব তদন্তমূলক প্রতিবেদন প্রকাশ করতেন যা পড়ে পুলিশপ্রশাসন, রাজনৈতিক নেতা, মাফিয়া সব মহলে বেশ হইহই পড়ে যেতো। কোনো ভয়ডর ছিল না। এমনকি বরুনবাবুদের যে কাগজ ছিলো তার ভয়ে পুলিশ,কাস্টমস, নেতাদের ঘুষ খাওয়াও বেশ কঠিন হয়ে পড়ছিল। মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে কিভাবে নিয়ে যাওয়া যায় তার জন্য বরুনবাবু মনে রাখতেন ভগবত গীতার সেই শাশ্বত বাণী, 'দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন'। সন্ধ্যেবেলা মানুষ বসে থাকতেন কখন বরুনবাবুদের কাগজটা বাজারে আসবে। সেই কাগজ বের করতেও বরুনবাবুদের বেশ যুদ্ধ করতে হোত। অনেক হুমকিতো ছিলোই, শারীরিক হেনস্থাও হতে হয়েছে। তবু বরুনবাবুদের কলমকে রোখা যায়নি। সততা এবং নির্ভীকতার পথকে শক্ত করে ধরে রেখে চলতেন বরুনবাবু। এরজন্য তিনি জানতেন অনেক কষ্ট আছে কিন্তু হাল ছেড়ে দেননি। একটা সময় সবাই চক্রান্ত করে বরুনবাবুদের টিম ভেঙে কাগজটির প্রকাশনাই বন্ধ করে দেন। অশুভ শক্তিদের শক্তি এমনই। তবে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাওয়া বরুনবাবুদের টিম এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়লেও বরুনবাবু তাঁর সত্যনিষ্ঠা থেকে সরে আসেননি। অন্যায় দুর্নীতির বিরুদ্ধে কলম ধরবার সময় বরুনবাবুকে সরকারি চাকরি পাইয়ে দেওয়ার টোপ দেওয়া হয়েছে, টাকার লোভতো ছিলই।বরুনবাবু সরকারি চাকরির অফারকে লাথি মেরে বলে দেন,' আমি তোমাদের সরকারি চাকরি করি না। নিজে স্বাধীনভাবে চলবো, নিজে স্বাধীনভাবে কলম চালিয়ে যাবো। তোমাদের দাস হয়ে থাকবো না। ' এই নীতি নিয়ে চলার জেরে বার্ধক্যে পৌছে বরুনবাবুকে স্ত্রী কন্যা নিয়ে বেশ যুদ্ধ কষ্টের জীবন চালিয়ে যেতে হলেও বরুনবাবু তাঁর নিষ্ঠার পেশা থেকে সরে আসেননি। বরুনবাবু স্থিরই করে নিয়েছেন ,মুখ দিয়ে রক্ত উঠে মৃত্যু হলেও সাংবাদিকতা থেকে সরে যাবেন না। তবে কিছু নীতি তাকে পরিবর্তন করতে হয়েছে। তিনি স্মরন করছেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কথা। শৈশবে সাংবাদিকতা স্মরন করবার সময়ই বরুনবাবু শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত থেকে শুরু করে অন্য সব মনিষীদের বানী ও বই পড়ে নিয়েছেন। শেষ বয়সে বরুনবাবু ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে বেশি বেশি করে আগলে ধরেন। ঠাকুর বলেছিলেন, ''পাঁকাল মাছ পাঁকে থাকে বটে,কিন্তু পাঁক তার গায়ে লাগে না। মুক্ত পুরুষেরাও সেইরকম''। ঠাকুর আরও বলেছেন,''সংসার মদে মত্ত জীবের নেশা কাটাবার একমাত্র উপায় সাধুসঙ্গ''। ঠাকুর বলেছেন, ''ফল বড় হলে ফুল আপনি উড়ে যায়। দেবত্বের প্রভাব বাড়িলে নরত্ব থাকে না। '' ঠাকুর বলেছেন,''মানুষ দুরকম--মানুষ ও মানহুঁশ। যাঁরা ভগবানের জন্য ব্যাকুল তাঁদের মানহুঁশ বলে, আর যারা কামিনী-কাঞ্চনরুপ বিষয় নিয়ে মত্ত, তারা সব সাধারণ মানুষ '', ''সতের রাগ কি রকম জান? যেমন জলের দাগ। জলে একটা দাগ দিলে তখনই যেমন আবার মিলিয়ে যায়, তেমনি সতের রাগ হয় আর তখনি থেমে যায়'', '' বাঘের ভেতরেও ঈশ্বর আছেন সত্য বটে, কিন্তু বাঘের সুমুখে যাওয়া উচিত নয়। কুলোকের মধ্যেও ঈশ্বর আছেন সত্য,কিন্তু কুলোকের সঙ্গ করা উচিত নয়।'' ঠাকুর বলেছেন, সৎ সঙ্গ করতে। সৎ সঙ্গ মানে সৎ ভাব বা সৎ চিন্তা করতে করতেই সৎ পরিবেশ তৈরি হয়। আর সৎ পরিবেশ হলেই সংসারের উন্নতি হয়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের এইসব ভাবনা বরুনবাবুর মনে ঘুরে বেড়ায়। আর তা থেকেই এখন বরুনবাবু সৎ পরিবেশ তৈরির জন্য সব ইতিবাচক ভাবনার খবর পরিবেশন করেন। ঠাকুরের ভাব অনুযায়ী বরুনবাবু বিশ্বাস করেন, নেতিবাচক ভাবনার খবর পরিবেশন করলে তা মানুষ দেখে বা পড়ে নেতিবাচক মন তৈরি হবে। তাই দিনরাত ইতিবাচক ভাব কিভাবে ছড়িয়ে দিয়ে সংসারের মঙ্গল করা যায় তার ভাবে থাকেন বরুনবাবু। এরজন্য বরুনবাবুকে কষ্ট করতে হয়। ত্যাগ স্বীকার করতে হয় । যেমন নেতিবাচক ভাবের খবর ছড়ালে আজকাল সোস্যাল মিডিয়াতে তা ভাইরাল হয়। তা থেকে মোথা মোথা টাকা আসে। কিন্তু বরুনবাবু সেই বিষয়সম্পত্তির অধিকারী হতে চান না যা দিয়ে সংসারে অমঙ্গল হয়। তাই পকেটে পয়সা না এলেও বরুনবাবু ইতিবাচক ভাবনা ছড়ান। বরুনবাবুর অফিস বলতে এই বুড়ো বয়সে কিছুই নেই। কলকাতার একটি দৈনিক পত্রিকায় খবর লেখেন বটে কিন্তু করোনার পর থেকে বেতন পান না। স্বেচ্ছাশ্রমে সেই পত্রিকাতে সাংবাদিকতা করেন। বরুনবাবু তাই নিজের পত্রিকা এবং ডিজিটাল মিডিয়া নিয়ে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। নিজের বাড়ি থেকেই সব কাজ করেন। একটা অফিস নেবেন, দুজন কর্মচারি রাখবেন তারও পয়সা নেই । নিজেরই পেট চালানো দায়, অন্য কর্মচারি আর রাখবেন কি করে? তবে নন্দিনী, মৌমা, বর্ণালি, সমর্পিতার মতো শক্তিবাহিনী বরুনবাবুকে বেশ সহযোগিতা করেন । মনে বল দেন। তাদের ভালোবাসা থেকে এই বুড়ো বয়সে বরুনবাবু উদ্বুদ্ধ হন। আরও বহু ভালো মানুষ এবং শুভানুধ্যায়ী বরুনবাবুকে ভালোবাসেন। বলা যায় এই বুড়ো বয়সে বরুনবাবু এক ধরনের প্যান্টশার্ট পড়া ভিখারি। পত্রিকা প্রকাশ করতে সবার কাছে বিজ্ঞাপন ভিক্ষা চান। তা দিয়ে কোনোমতে ডালভাত খান। করোনার পর থেকে বরুনবাবুতো ঋন ভারে জর্জরিত। বিবাহযোগ্যা মেয়ের বিয়ে দেবেন কি? যা টাকা জমিয়েছিলেন যেমন এল আই সি ইত্যাদি সেসব স্যারেন্ডার করে সংসার চালাচ্ছেন। বিশ্রী অবস্থা। ঋন নিয়ে সুদে টাকা ধারে জীবনধারন করতে হচ্ছে। অথচ একসময় যখন রোজগার ছিলো ভালো, তখন নিজের দুর্বল পরিবারকে সবল করা, ভাইদের পাশে থাকা, বড় ভাই হিসাবে দায়িত্ব কর্তব্য পালনের চেষ্টা করেছেন। বরুনবাবুর বাবারতো কোনো রোজগারই ছিলো না। যাক গে, এখন এমন অবস্থা যে বরুনবাবুর অফিসটা ভ্রাম্যমান। স্কুটিতে চলমান অবস্থায় ফোন ধরতে থাকেন আর স্কুটি দাঁড় করিয়ে কাজ করতে থাকেন মোবাইলে মেসেজের মাধ্যমে। আবার এত কষ্ট হলে হবে কি, ইতিবাচক ভাবনা ছড়ানোর খবর করেই থেমে থাকেন না বরুনবাবু, কোথাও কোনো দুঃস্থ মেধাবী বই কিনতে না পারলে, কোথাও কোনো অসহায় দুঃস্থ মানুষ চিকিৎসার অভাবে কষ্ট পেলে বা কোথাও কোনো গরিব মানুষ বেকায়দায় পড়লে বরুনবাবু তাঁর দীর্ঘ সাংবাদিকতার জীবনের বিভিন্ন শুভানুধ্যায়ীদের মাধ্যমে সেই সব দুঃখী মানুষদের পাশে থাকার চেষ্টা করেন সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে। তো, সেদিন সন্ধ্যায় শিলিগুড়ি কলেজ পাড়ায় বরুনবাবু এক চিকিৎসকের বাড়ি যাবেন তাঁকে সংবর্ধনা দিতে। সামাজিক দায়বদ্ধতার কাজ করতে থাকায় বরুনবাবু স্থির করেন সেই চিকিৎসককে সংবর্ধনা দেবেন। পুজোর সময় নতুন জামাপ্যান্ট না কিনে এবং ঘোরাঘুরি না করে বরুনবাবু কিছু পয়সা জমিয়েছেন সেই পয়সাতেই তিনি তাঁর পত্রিকার শুভানুধ্যায়ী এবং গুনী মানুষদের সংবর্ধনা দিয়ে যাচ্ছেন। তেমনিভাবে সেদিন সন্ধ্যে সাতটাতে চিকিৎসক তাঁর বাড়িতে যেতে বলেছেন। বরুনবাবু সন্ধ্যে ছটা নাগাদ হাসপাতালের পাশে বসেছেন সেই চা এর দোকানে। উদ্দেশ্য, সময় নষ্ট না করা। এক কাপ লাল চা এর অর্ডার দিয়েছেন। চা তৈরি হচ্ছে। এই সুযোগে বরুনবাবু হোয়াটসঅ্যাপে খবর লিখতে বসে গিয়েছেন যাতে নিউজ রিডাররা তাড়াতাড়ি ভয়েজ করে পাঠাতে পারেন। আর হোয়াটস অ্যাপে নিউজ লিখতে লিখতেই বরুনবাবুর কানে ভেসে এলো চা এর দোকান

থেকে এক শিশুর কান্না। সেই শিশু, নাম বিশু, তার দিদিকে কেঁদে কেঁদে বলছে, '' কাজলাদিদি এবার কালী পুজোতে বাজি কিনে দিস না! '' কাজলা-দিদির জবাব,''আমার পয়সা কোথায়? আমাদের বাবা নেই। মা-ও নেই। এই চা এর দোকানে কাজ করি। চা দোকানের দিদিও বিধবা মহিলা,মিনুদি। চা দোকানের থেকে যা রোজগার হয় তাতে পেটের ভাতই আসে না! বাজি কিভাবে কিনবো? '' মিনুদি বেশ সুন্দরী। অল্প বয়সে স্বামী মারা গিয়েছেন। ছেলেমেয়ে নেই। কাম মনোভাব নিয়ে অনেক পুরুষ কাস্টমার সারাদিনে আসে। চা খাওয়ার অছিলায় অন্য কিছুর টোপ দেয়। মিনুদি বুঝতে পারে। কিন্তু সব কাস্টমারকে মিনুদি আকারে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেয়, সে ওরকম নয়। দুবেলা খাবার না জুটুক তবু চা বিক্রি করবেন, শরীর বিক্রি করবেন না। সেই দোকানেই চা তৈরির কাজ করে কিশোরী কাজলা, বিশুর কাজলাদিদি। বিশুর কান্না আর আব্দার শুনে কাজলাদিদির মনে পড়ে গেলো গতবছরের কথা। গতবছর সে ঘুরতে ঘুরতে নেপালে গিয়েছিলো ভিক্ষে করতে। ভাইটিকা বা দীপাবলির সময়। বেশ ভালো ভিক্ষা জুটেছিল। একদিনে তিন হাজার টাকা। অনেক ভদ্রবেশী লোকজন কাজলার শরীরটাও কিনতে চেয়েছিলো। ভালো টাকা দিতে চেয়েছিলো। এক রাতের জন্য দশ হাজার টাকা। কাজলা রাজি হয়নি। সেই কথা কাজলা শেয়ার করলো মিনুদিদির কাছে। বরুনবাবু হোয়াটসঅ্যাপে খবর লিখলেও সব শুনতে পাচ্ছিলেন।আর নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। মোবাইল দিয়ে মিনু বা কাজলার সব কথা ক্যামেরাবন্দি করতে পারতেন। কিন্তু না, তা করলে ওরা টের পেয়ে যাবে। আর কোনো কথা বলবে না। চা এর জল ফুটছে, মিনুদি চা পাতা দিলেন। আর কাজলা বলে চলছিলো,'' এবারও চলো না মিনুদি, নেপালে যাই। কাঁকড়াভিটা ও ধুলবাড়িতে। এবারে একটু নোংরা ছেঁড়া জামা পড়বো। তাহলে বেশি টাকা আসবে। গত বছর তিন হাজার টাকা এনেছি, এবারে ছয় হাজার পেতে পারি। সবাই ভিক্ষা দেয় সেখানে ভাইটিকা দীপাবলির সময়। আর ভারতের এই শিলিগুড়িতে এত ভিখারি যে ভিক্ষা ঠিক পাওয়া যায় না।'' মিনুদির চোখে জল। সে বিশুকে কোলে নেয়, কপালে চুম্বন এঁকে দেয়। বলে, ''কাঁদিস নে, আমি তোকে কিনে দেবো বাজি। '' কাজলাকে মিনুদি বললেন, '' চল, কালী পুজোতে দুদিন চাএর দোকান বন্ধ রাখবো। নেপালে যাবো তোর সঙ্গে। বিশুকে অনেক বাজি কিনে দেবো। আমিও নোংরা ছেঁড়া শাড়ি পড়ে নেবো। তুই ছয় আমি ছয় বারো হাজার টাকা নিয়ে আসবো। কিন্তু শোন, ভিক্ষা করবো--কাঁদবো লোকের কাছে। কিন্তু শরীরের জন্য বাজি ধরবো না। কেউ অফার দিলেও না।'কাজলা লাফিয়ে উঠে হ্যান্ড শেক করে মিনুদির সঙ্গে। মিনুদিকে সেও চুম্বন এঁকে দেয়। বিশুর কান্না থেমে যায়। বিশুও লাফিয়ে ওঠে সেখানে। বিশুও আনন্দে বলে ওঠে কাজলাদিদিকে,'' আমিও যাবো দিদি, তোদের সঙ্গে । তবে নেংটা হয়ে। ভিক্ষা আরও বেশি দেবে। ''. ততক্ষন টকটকে লাল চা তৈরি। চিনি ছাড়া। বরুনবাবুর দিকে মিনুদি চা এর কাপ এগিয়ে দিলেন। বরুনবাবু চা এর কাপে চুমুক দিতে দিতে খবর লেখার কাজ শেষ করে ফেললেন চটপট।আর চা এর বিলটা মিটিয়ে দেওয়ার সময় মিনুদিকে বলে এলেন, '' দিদি, বাজিটা কিনবেন গ্রীন বাজি। শব্দ বাজি নয়। পরিবেশের ক্ষতি হয় এমন বাজি কিনে দেবেন না বিশুকে। আর এই নিন অতিরিক্ত পাঁচশ টাকা। বিশুর জন্য। পরিবেশবান্ধব বাজি কিন্তু চাই। ''মিনুদি বরুনবাবুর পা ধরে প্রণাম করলেন আর বললেন,'' কাকু-- পরিবেশ আমাদের মা। পরিবেশের ক্ষতি হয় এমন বাজি আমরা কিনবো না।'' মিনুদির মধ্যে মা কালীর অন্যরকম এক রুপ দর্শন করে বরুনবাবু সেখান থেকে বিদায় নিলেন।

কাঁচা হাতের লেখায় জীবনের পাকা কথা

(দ্বিতীয় অধ্যায় ৯)

'বেটা সাধনা তো ম্যায় সিদ্ধি প্রাপ্তিকে লিয়ে নহী করতা হুঁ ফির কিঁউ লগে হুয়ে হ্যাঁয়। 'মেরি সাধনা সির্ফ উনকে সাথ জুড়ে রহেনেকে লিয়ে। যবতক সাধনা হ্যায় তবতক ইয়হ শরীর চলেগি। যিসদিন সাধনা রুক যায়েগী, সাঁস ভি রুক যায়গী। শরীর পঞ্চভূত সে বনী হ্যায় ফির উসী পঞ্চভূতমে লীন হো যায়েগী। গঙ্গার জলের দিকে তাকিয়ে বললেন--যবতক ইয়হ জলকি ধারা বঁহেগি তবতক গঙ্গা রহেগী। যিসদিন ইয়হ জল নহী রহেগী, উসদিন ইয়হ গঙ্গা কি নহি রহেগি। বেটা কর্মকে লিয়ে শরীর হ্যায়, শরীরকে লিয়ে কর্ম নহি। কর্ম এক অমর মাধ্যম হ্যায়।

ইয়হ কর্ম হি সারা বিশ্ব ব্রহ্মান্ডকো এক নিয়ম সে নিয়ন্ত্রিত কর রহা হ্যায়। কর্ম রুক জানে সে ইয়হ সৃষ্টি, ইয়হ ব্রহ্মান্ড লুপ্ত হো যায়গা।''কথাগুলো কিছুদিন পূর্বে হৃষিকেশের এই গঙ্গার ধারে এক সাধু মহারাজ বলেছিলেন। ----মুসাফীর)

দেখতে দেখতে মঙ্গলামাসীর মাঠ ছোট হয়ে গেলো।

(গত সংখ্যার পর)

অভি বলে , দ্যাখ তোদের বিধাতাপুরুষ মহাশয় কি করেন, তবে তোকে বলি যন্ত্রণার অবসান ঘটেছে, সব বলবো।

ভাগলপুর খুব প্রাচীন শহর। মহাভারতে এর উল্লেখ আছে। ভগদত পুরম হচ্ছে প্রাচীন নাম, অর্থাৎ সৌভাগ্যের নগর। অঙ্গ রাজ্যের প্রধান বন্দর নগরী ছিল ভগগত পূরম। শ্রীঅরবিন্দ এর কাকা বামাচরন ঘোষ ভাগলপুরের বাঙালি অধ্যুষিত অঞ্চল মশাকচকে থাকতেন এবং শ্রীঅরবিন্দ একবার তাঁর কাকার বাড়িতে এসেছিলেন। যতদূর জানা যায়, উনার বংশধররা এখনও রয়েছেন। বহু মানীগুনি ব্যক্তিদের এই শহরে যাতায়াত ছিল।----ভাগলপুরের বাঙালি কালচার কিভাবে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে চলেছে আগে সেটা বলে নিই----------

অভি বলে, দ্যাখ তোদের বিধাতা পুরুষ মহাশয় কি করেন, তবে তোকে বলি যন্ত্রণার অবসান ঘটেছে সব বোলবো। আগে বাঙ্গালী টোলা ও ভাগলপুরের বাঙ্গালী কালচার কিভাবে ক্রমশঃ ক্ষীন থেকে ক্ষীনতর হয়ে চলেছে সেটা বলে নিই। ভাগলপুরের প্রবাসী বাঙ্গালীদের কালচার

খুব সমৃদ্ধ ছিলো, সাহিত্য ও সিনেমা জগৎকে অনেক নক্ষত্র উপহার দিয়েছে। কাদম্বীনি গাঙ্গুলির কথাতো প্রথমেই বলেছি। ষাটের দশক পর্যন্ত বেশীরভাগ ডাক্তার, প্রফেসর এমনকি প্রশাসনিক উচ্চ পদে বাঙ্গালীদের আধিক্যও ছিলো। শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে বাঙ্গালীরা বাস করতো।চম্পানগরের মহাশয়রাতো একরকম ছোটখাটো রাজাই ছিলো। পরের জেনারেশনে পরিবর্তন শুরু হলো। উচ্চ শিক্ষা,এমনকি অনেকে বিদেশেও চলে গেল। দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে কয়েকদিনের জন্য বাড়িতে আসতেন। তাও ক্রমশ কমে আসতে শুরুহলো। ইতিমধ্যে বিহারীরা আস্তে আস্তে শিক্ষা ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে একটা বেশ বড় অংশগ্রহন করে ফেললো। যার ফলে বাঙ্গালীদের সংখ্যা দ্রুত হ্রাস পেতে লাগলো। বর্তমানে মোশাকচকের বেশিরভাগ বাড়ি বিহারীরা কিনে বসবাস করছে, বাঙ্গালীটোলারও ওই একই অবস্থা। তবে মজার কথা হলো, মঙ্গলামাসীর বাড়ি আজও তালা বন্ধ রয়েছে বিক্রি হয়নি।মাসী অসুস্থ হয়ে পড়ায় উনার এক আত্মীয় এসে উনাকে নিয়ে যায়, তারপর উনি আর ফেরেননি।বাড়ি ও মাঠ একই অবস্থায় রয়েছে। রটে গেছে বাড়িতে নাকি অশরীরি আত্মার বাস এমনকি তাদের অস্তিত্বও দিনের বেলায় ও টের পাওয়া যায়। তবে কারুর কোনো ক্ষতি হয়নি। তবে দিনের বেলায় শুনেছি কয়েকটি বিহারী যুবক ছেলে কয়েকবার ভেতরের ফাঁকা অংশে ঢুকেছিল, প্রত্যেকেই আতঙ্কিত হয়ে পালিয়ে এসেছে। তারপর থেকে সম্পূর্ন পরিত্যক্ত অবস্থায় বাড়িটি পরে আছে। এমনকি সন্ধ্যার পরে কেউ মাঠের ধারেকাছেও যায়না। আমাদের প্রতিবেশী গুহ কাকাদের সাথে খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিলো বিশেষ করে আমার মা ও গুহ কাকিমার বন্ধুত্বকে সবাই দুই সখীর বন্ধু বলতো। (ক্রমশ)

সবার জীবন থেকে মুছে যাক অন্ধকার

শিবেশ ভৌমিক

(সভাপতি, বিধাননগর ব্যবসায়ী সমিতি, শিলিগুড়ি মহকুমা , বিধাননগর)

প্রথমে খবরের ঘন্টার সমস্ত দর্শক-শ্রোতাদের জানাই শুভ বিজয়ার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা এবং শুভ দীপাবলি ও শুভ ছট পুজোর অগ্রিম প্রীতি ও শুভেচ্ছা। আমাদের বিধাননগর ছোটো একটি বন্দর শহর। যা বিশ্ব বিখ্যাত আনারসের জন্য । ভারতের মধ্যে সবচেয়ে উৎপাদিত আনারস অঞ্চল বলে বিখ্যাত। আমাদের অহঙ্কার এই ছোট্টো আধা শহর বিধাননগর। পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য শহরের মতো আলোয় আলোকিত হয়ে ওঠে আমাদের বিধাননগর। এ বছরে একটি সুখবর হলো আমাদের এলাকায় দুর্গাপুজোতে কোনোরুপ শব্দবাজি ও আকাশ বাজি এমনকি কোনো চকোলেট,লঙ্কা বা ফুলঝুড়িও শিশুরা জ্বালাতে ভুলে গেছে। এটা অবশ্যই খুব ভালো লক্ষন। সরকারিভাবে বহু দিন আগেই নিষিদ্ধ হয়েছে শব্দ বাজি। আমাদের এলাকায় এবার স্থানীয় প্রশাসনও আমাদের সহযোগিতায় সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করছে বাজি। আমার বিশ্বাস কোনো দোকানদার পরিবেশের ক্ষতি করে এমন বাজি বিক্রি করবেন না। যদিও ফাঁকা জায়গায় মাঠের মধ্যে শর্তসাপেক্ষ কিছু বাজি যা পরিবেশ দূষন করবে না, তা বিক্রি করতে পারে।

বয়েস হয়েছে। তাই আনন্দ, উৎসাহ কমে যাচ্ছে। আজকাল ছেলেমেয়েরাও তেমনভাবে আনন্দ উপভোগ করতে চায় না মোবাইল ও টিভির দৌলতে। আমার ছোটোবেলায় আমি দেখেছি শিশু বিধাননগরকে । ইলেকট্রিক লাইট ছিল না। ঘুটঘুটে অন্ধকারে মেতে যেতাম আলোর উৎসবে। বাড়ির সামনে কলার গাছের উপর সাজানো হতো বিভিন্ন কায়দায় প্রদীপ ও মোমবাতি। আমি সেই সাজানোতে নতুনত্ব আনার চেষ্টা করতাম। যেমন কোনোবার সাইকেলের টায়ার দিয়ে, কোনোবার কলা গাছের চার দিকে বাতা দিয়ে (বাঁশের অংশ)। অন্ধকারে কাঁচা রাস্তা হাতড়ে বা ধারণা নিয়ে চলতে হোত। পুজোর রাতে নারকেলের খোলের অর্ধাংশের (যা লক্ষীপুজোতে নাড়ুর জন্য মায়েরা এক ধরনের বিশেষ বটি দিয়ে কুড়িয়ে শক্ত অংশটি ফেলে দিতো) মধ্যবর্তী অংশ ফুটো করে এক হাতের মতো পাটশোলা প্রবেশ করাতাম এবং খোলের মধ্যে মোমবাতি জ্বালিয়ে টর্চ লাইটের মতো ব্যবহার করে রাস্তা দিয়ে ছোটাছুটি করতাম। পুজো হত গুনা দুই--একটা এতেই আমরা ভীষন খুশি থাকতাম। আমাদের পাশেই ভীমভারের পুজো ছিল বিখ্যাত। রাতে আলোতে ঝলমল করতো চত্বর। মেলা শুরু হতো রাত নয়টার পর । বিশেষ আকর্ষন ছিল সিনেমা। বড় পর্দায় মেলার মাঝে সিনেমা দেখানো হতো। সেকি আনন্দ, উৎসাহ, শিহরন। যা কলমের কালিতে আমি আনতে পারবো না। গ্রামের বেশিরভাগ মানুষদের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিলো ভীষন খারাপ,ব্যতিক্রম আমরাও নই। এই আঁধারের রাতে প্রায় বাড়িতে বাবারা কষ্ট করে মাংসের ব্যবস্থা করতেন। আমরা মুখিয়ে থাকতাম কখন রান্না শেষ হবে। গন্ধে

ম ম করতো। মুখে জল আসতো। খিদে বেড়ে যেতো। পেট পুরে মায়ের হাতের মাংস ভাত খেয়ে বের হতাম মেলায় পুজো দেখতে। সিনেমা ছিল অতিরিক্ত। ষাটের কাছাকাছি বয়েস, ভাবি নাকতো আমার আছে কিন্তু সেই মাংসের বা মাছ ভাজার গন্ধ কোথায়?জিভ আছে কিন্তু সেই স্বাদ কোথায়? অন্ধকার যুগ দেখেছি, আলোর যুগে দেখেছি হাতড়ে ছোটোবেলার দুর্গা পুজোর দশমীর প্রণাম করার হিড়িক। লক্ষী পুজোর নাড়ু, মুরকির মধ্যে মায়ের হাতের গন্ধ, পূর্ণিমার রাতের আলোর মেলা। মাইকহীন ঢাক আর কাসরের শব্দের মধ্যে বামুনের মন্ত্রপাঠ। ভাবলে আজও শরীরে শিহরন দেয়। ভুল করে ফেলি এই ভেবে যেনো আমিই দেখেছি প্রস্তর যুগ থেকে আধুনিক যুগ। বুকের ভেতর থেকে ভাষা গড়গড় করে বেরুচ্ছে কলমের জগতে। তবে আর নয়, ধন্যবাদ জানাই খবরের ঘন্টার সম্পাদক সম্মানীয় বাপি ঘোষ মহাশয়কে যার প্রেরনায় বুকের ভেতরটা উথলে পড়ে। কলম গতি পায়। অসুন সকলে মিলে ভালি থাকি, সুস্থ থাকি, সুন্দর পরিবেশে কাটুক আমাদের প্রাণের উৎসব , আলোর উৎসব। সবার জীবন থেকে মুছে যাক অন্ধকার। আবারও একবার দীপাবলির অগ্রিম শুভেচ্ছা রইলো।

মেয়েদের স্বনির্ভরতায় স্বর্ণালি বুটিক, শারদ সন্মানেও ব্যতিক্রমী উদাহরন

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ শিলিগুড়ি লেক টাউনের শ্রী মা সরনিতে রয়েছে স্বর্ণালি বুটিক। সেই বুটিক এবারে শারদ সন্মানেও নজির তৈরি করলো। শারদীয়া দুর্গোৎসবের আগে যারা সেই বুটিক থেকে শাড়ি কিনে সেইসব শাড়ি পড়ে স্বর্ণালি বুটিকের ফেস বুক পেজে ছবি পোস্ট করেন। তাদের সেই পোস্টের ওপর ভোটাভুটি হয় ।স্বর্ণালি বুটিকের কোন শাড়িতে কে কত সুন্দর, পোস্ট দেখে ভোটাভুটির জেরে প্রথম স্থান দখল করে নিলেন উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জের গৃহবধূ শ্রাবন্তী সিংহ। দ্বিতীয় স্থান দখল করেন প্রিয়াঙ্কা দে, তৃতীয় স্থানের পুরস্কার পেলেন অদিতি বিশ্বাস। রবিবার ৫ নভেম্বর সেই শারদ সন্মান প্রদান অনুষ্ঠান ছিলো শিলিগুড়ি এস এফ রোডে একটি হোটেলে। সেখানে সেই পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি প্রধান নগরের শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রমের সহ সম্পাদক স্বামী রাঘবানন্দ মহারাজ, শিলিগুড়ির গর্ব বিখ্যাত টোটো চালক মুনমুন সরকার, স্বর্ণালি বুটিকের কর্ণধার লাভলি দেবের শাশুড়ি মা মিতা দেব, কাকি শাশুড়ি রীতা দেব এবং স্বর্ণালি বুটিকের প্রিয় অনুরাগী শম্পা সান্যাল। মোট দশ জনকে পুরস্কৃত করা হয়। তার মধ্যে সাতজনকে রানার আপ পুরস্কার দেওয়া হয়। তবে যাঁরাই পুরস্কার নিতে উপস্থিত হয়েছিলেন তারা সকলেই স্বর্ণালি বুটিকের ইউনিক কালেকশন, রুচি সন্মত বৈচিত্র্যময় নানা শাড়ির ভূয়সী প্রশংসা করেন। প্রত্যেকে স্বর্ণালি বুটিক থেকে পুজোর কেনাকাটা করতে পেরে খুশি। তারা বলেন, স্বর্ণালি বুটিকে বিশেষত্ব হচ্ছে শুধু শাড়িই সেখানে পাওয়া যায় না, প্রতিটি শাড়িতে একটা রুচি ও নান্দনিকতার ছাপ থাকে। ভারী সুন্দর।সেই কারনে দূরদূরান্ত থেকে বাড়ির মহিলারা ভিড় করেছেন লেক টাউন শ্রী মা সরনির স্বর্ণালি বুটিকে। এদিন স্বামী রাঘবানন্দ মহারাজ স্বর্ণালি বুটিকের প্রধান কর্ণধার লাভলি দেবের লড়াইকে একটি অনুসরন করার মতো উদাহরন বলে উল্লেখ করেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, মা সারদাকে ভক্তি করে সব কাজ করে গিয়েছেন লাভলিদেবী। স্বনির্ভরতার সেই প্রতিষ্ঠানকে একটা জায়গায় দাঁড়করানোর জন দিনরাত এক করে লড়াই করেছেন লাভলিদেবী। আজ তার সুফল পেতে শুরু করেছেন তিনি। ব্যতিক্রমী টোটো চালক ও বিশিষ্ট সমাজসেবী মুনমুন সরকারও বলেন, স্বনির্ভরতার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান দাঁড় করানোতে লাভলি দেব একজন ব্যতিক্রমী উদাহরন নন, তিনি একজন সমাজসেবীও। নিঃশব্দে সমাজসেবার কাজ করে থাকেন লাভলিদেবী। প্রচারের আলোতে তিনি আসতে চান না। বহু ভালো কাজে তিনি উৎসাহ দেন। অনুষ্ঠানের পরিচালক দেবাশীষ ভট্টাচার্য বলেন, আজকাল চারদিকে শুধু শাশুড়ি বউমার বিরোধ শুনতে পাই। কিন্তু লাভলিদেবীকে দেখে সকলের শেখা উচিত। লাভলিদেবীর শাশুড়ি মিতা দেব লাভলিদেবীকে নিজের মেয়ে হিসাবে সম্বোধন করেন। বউমা ও শাসুড়িতে যে কোনো বিরোধ নেই তা এদিনের অনুষ্ঠানেই প্রতিফলিত হয়। সবমিলিয়ে গোটা অনুষ্ঠান একটিই বার্তা দেয়, দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ুক স্বর্ণালি বুটিকের স্বনির্ভরতা এবং রুচি সন্মত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সুস্থ বার্তা।